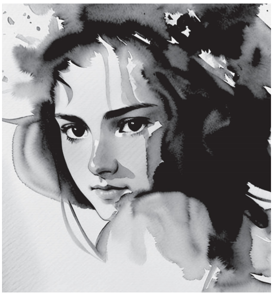

আমি এতো যে তোমায় ভালোবেসেছি

আমি এতো যে তোমায় ভালোবেসেছি

শাহ সোহেল

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪৩০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
প্রণব রায়

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

Ami Eto Je Tomay Valo Beshechi by **Shah Suhel**
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2024

Price : 250.00
US $ 10

ISBN 978 984 98564 1 2

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
www.anindyaprokash.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৫৭১১১৯৬৬৬
www.rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.othoba.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
www.boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
www.prothoma.com/publisher/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩
www.boiferry.com/publisher/anindya-prokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬৩৮১১২১১২

উৎসর্গ

মিজাদ মহসিন, হৃদয় গভীরে বাস করে যে

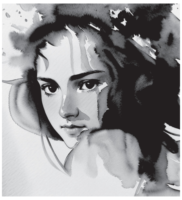

বিবাহের আসর থেকে পালিয়ে যাওয়া কোনো ছেলের পক্ষে বেমানান। মেয়েরা পালাতে পারে। এমন ঘটনা মেয়েদের বেলায় ঘটে। তারেক বিবাহের আসর থেকে পালিয়ে আসা যুবক। কাজটা সে ঠিক করেনি। এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ঠিক আর বেঠিক নিয়ে চিন্তা করার সময় পায়নি।

বিবাহের পোশাক ছেড়ে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় স্টেশনে পৌঁছে পোশাক পরিবর্তন করে। তারেক এখন কোথায় যাবে সে নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। আপাতত বিবাহ করে বউ ফেলে চলে এসেছে।

মেয়ের বাবা আর তার পরিবারের জন্য এর চেয়ে উত্তম শিক্ষা আর হতে পারে না। এদের শিক্ষা হওয়া উচিত।

তারেক বিবাহ করতে এসে কনের বাড়িতে কনের পরিবার আর সমাজের লোকজন দ্বারা নানা ভাবে অপদস্থ হয়। নানান সমাজে নানা রকমের রেওয়াজ চালু আছে। কিন্তু এই সমাজের মতো এতটা বাজে নিয়ম আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। বিয়ে করতে আসা বর আর বরযাত্রীদের সাথে এতো বাজে ব্যবহার তারেক কখনো দেখেনি। শুধু তারেক নয় তারেকের সাথে যারা এসেছে তারাও দেখেনি, সবাই হতভম্ব হয়ে সব কিছু দেখে যাচ্ছিল। সকল অপমান সহ্য করার পর তারেক সিদ্ধান্ত নেয় এদের একটি শিক্ষা দেয়া উচিত। এদের শিক্ষা না দিলে কখনো পরিবর্তন হবে না। এসব বাজে নিয়মকানুন আর বাজে মানসিকতার জবাব বাজে ভাবেই দিতে হয়।

তারেক সিদ্ধান্ত নেয়– বন্দর নগরী চট্টগ্রামে চলে যাবে। আশেপাশে কোথাও থাকবে না। মানুষের নজরে কখনো আসবে না। ফালতু কাজের জবাব ফালতু ভাবেই দিতে হয়।

তারেকের বাবা বাকের মেম্বার সে এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি। জীবনে কেউ কোনো দিন তার চোখের সামনে আঙুল তুলে কথা বলেনি। ছেলেকে বিবাহ

করাতে এসে কয়েক ঘণ্টার মাঝে কয়েক বার ঘাড় ধাক্কা খেয়েছে। কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। প্রতিবাদ করতে গেলে মারামারি ধরাধরি সৃষ্টি হবে। এই দিকের মানুষের আচরণই এমন। এরা সামান্য বিষয় আর সামান্য কথার কাটাকাটি নিয়ে বড়ো ধরনের ঝগড়া সৃষ্টি করে। মান সম্মান রক্ষা করার জন্য সবাই চুপ করে থেকেছে।

বাকের কয়েক বার বিবাহ বাদ দিয়ে চলে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। তারেক জেদ ধরে বসে ছিল। বিবাহ সে এখানেই করবে। কবুল হোক তারপর দেখা যাবে। নানা অপমান আর অবমাননা সহ্য করে বিবাহের অনুষ্ঠান কবুল পর্যন্ত গড়ায়। কবুল পড়া শেষ হলে তারেক রাতের অন্ধকারে বিবাহের আসর থেকে পালায়।

তারেক কিছু দিন নিরুদ্দেশ থাকবে। তারেকের বাবাও কম নয়, ছেলের গুম হওয়ার জন্য নতুন আত্মীয়দের দায়ী করবে। ঘটনা মামলা মোকদ্দমায় জড়াবে। নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হবে। হওয়া উচিত এবং এদের চরম শিক্ষা পাওয়া উচিত। কনের বাড়িতে আগত সমস্যাগুলোর রূপ রেখা কল্পনা করে তারেক নিজে নিজে খুশি হয়। তারেক রাতের ট্রেন ধরে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে চলে যায়। চট্টগ্রামে তারেকের প্রাক্তন কলিগ আছে। কলিগ চাকরি ছেড়ে নিজে ব্যবসা দিয়েছে। তারা এক সাথে চাকরি করা অবস্থায় তাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্ক এখনো চালু রয়েছে। তারেকের কলিগ আনিছ বহু বার তারেককে তার নতুন বিজনেস দেখার জন্য আমন্ত্রণ করে আসছিল। আনিছ নিশ্চয়ই অবাক হবে। তারেক কিছু দিন আনিছের সাথেই থাকবে।

বিবাহ বাড়ির লোকজনের প্রতি ক্ষোভ আর আনিছের সাথে দেখা করার আনন্দে তারেকের মনে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। সব চেয়ে মজা লাগছে। মেয়েকে দেয়ার জন্য তারা এখন পাত্র খুঁজে পাবে না। কবুল পড়া কন্যা এখন কোন দিকে যাবে। আর বাবাও বসে থাকবে না, নিশ্চয়ই একটা মামলা করবে। যে করেই হোক তার ছেলেকে বের করে দিতে বলবে– মজাই আলাদা। শালারা বুঝবে ঠেলা। বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজে এত অসামাজিক আচরণ আর করবে না। এবার যদি কিছুটা সভ্য হয়, তারেকের গাড়ি চলছে। সে যাচ্ছে চট্টগ্রাম। তারেক ইচ্ছা করে তার ফোন মানিব্যাগ বিবাহের জন্য পরিধান করা শেরওয়ানি সবই বিবাহ

বাড়ির পাশে জংলার মধ্যে ফেলে এসেছে। পুলিশ কেস তো হবেই। এসব উপকরণ মামলার মাঝে জট পাকাতে সাহায্য করবে। বিবাহ বাড়ি এখন একদম নীরব। যারা সামান্য বাজার নিয়ে পরিবেশ নষ্ট করেছিল তারা প্রতিবেশী তারা আর বিবাহ বাড়িতে নেই। পান আর বাতাশা আনার ভুলে যারা বর ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল তারা কনের দূর সম্পর্কের চাচা ও খালু। রাত হওয়ায় তারাও চলে গিয়েছে। বাড়ি প্রায় ফাঁকা। বর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বর নেই। বিয়ে হয়েছে কবুল পড়া বর যাবে কোথায়? এটা কারো মনে পরিষ্কার হচ্ছে না। গেইটে টাকা আদান প্রদান নিয়ে দুই পক্ষের মানুষদের মাঝে প্রথম গোলমাল শুরু হয়। এক পর্যায়ে সেটা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। সে ছেলেরাও নেই। বরের বাবা বারেক মেম্বার এখন মুখ খুলতে শুরু করে। সে বলে এমন বিশৃঙ্খল পরিবেশ আমি কখনো দেখিনি। বিয়ে বাড়িতে বরপক্ষকে মারতে আসে এমন জঘন্য আচরণ এই প্রথম দেখলাম। মুখে বলার সাহস করি নাই যে এখানে বিবাহ করাবো না। এই কথা আগে বললে হয়তো এরা আমাদের সবাইকে মারধর করত। সব অন্যায় সহ্য করে ছেলের বিয়ে দিয়েছি এখন ওরা আমার ছেলেকেই সরিয়ে দিল। কি জঘন্য মানুষ সব। এতক্ষণ ঘটক লুকিয়ে ছিল। ঘটক সবই জানে। এই গ্রামে এমনই নিয়ম। বিবাহের সময় লুকিয়ে না থাকলে মার খেতে হয়। মানুষ যে খুব খারাপ তা নয় বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যায়। কবুল পড়া পর্যন্তই গোলমাল চলে। কবুলের পর সবাই আত্মীয় হয়ে যায়। শত মারধরের পরও যারা এই গ্রাম থেকে মেয়ে বিয়ে করিয়ে নিয়েছে তারা সবাই বেশ সুখে শান্তিতে আছে। গ্রামের মেয়েরাও ভীষণ ভালো সংসারেও চমৎকার। ফিটনেস তো আরও দারুণ! সাত আটটা সন্তান জন্ম দেওয়ার পরেও মেয়েরা অনেক স্ট্রং থাকে। পেকেট করলে আবার চালান দেওয়া যাবে। এই গ্রামে বিয়ে করাতে পারলে কমিশনও ভালো পাওয়া যায়। সবই ঠিক ছিল কিন্তু এমন ঘটনাতো এর আগে ঘটেনি। বরের মাথা ফাটানো হয়েছে, রক্ত মাখা মাথা নিয়ে বর বউ নিয়ে গেছে এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে।

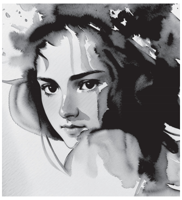

বাকের মেম্বার ঘটককে ডেকে এনেছে। ঘটকের কারণে এই গ্রামে আত্মীয়তা করতে আসতে হয়েছে। এই গ্রামের নিয়ম নীতি আগে জানা থাকলে এখানে আসা হতো না। ঘটক নিজেও চিন্তিত অবস্থায় আছে। মেয়ের বাবার সামনে গেলে মেয়ের বাবা ধরে ছেলে গেল কোথায়, বিয়ের পর ছেলে থাকবে না এটা কেমন ধরনের কথা। ছেলের বাবার অভিযোগ এখানের উদ্ভট লোকজন আমার ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে। এরা চরম ঝগড়াটে স্বভাবের মানুষ, ঝগড়া করতে না পেরে বরকে সরিয়ে ফেলেছে। রাতের মধ্যে আমি আমার ছেলে চাই না হলে সবার নামে গুমের মামলা করব। এক আজব পরিস্থিতি। ঘটক কিছুই বুঝতে পারছে না। বাদানুবাদ হতে পারে এর জন্য একটা আস্ত মানুষকে গুম করবে কোন আক্কেলে? আর বিবাহের পর তো এমন ঘটনা ঘটার কথা না। এখন ছেলেটাকে খুঁজে পেলেই হয়।

মসজিদে মসজিদে মাইকিং করা হয়। এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যানসহ নানা শ্রেণি পেশায় মানুষ জন এনে জড়ো করা হয়।

বাকের মেম্বার দরবারি লোক, বিয়ে করাতে এসে যে সকল তুচ্ছ ঘটনাগুলো নিয়ে ঝগড়ায় মেতে উঠে সব বর্ণনা করে। এতে করে মেয়ের বাড়ির লোকজনের দোষ স্পষ্ট হয়। মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে বরের বাড়ির লোকজনদের সাথে এমন নিম্ন আচরণ কখনো ঠিক হতে পারে না। এলাকার মানুষজন সবাই কনে পক্ষের উপর দোষ চাপায়। অনুষ্ঠানের সময় সমাজের যত মানুষ উপস্থিত ছিল তাদের আবার ডেকে আনা হয়। দোষ গুণের হিসেব করে। যে করেই হোক বরকে খুঁজে বের করতে হবে। এটা সবার দায়িত্ব এই বাড়ির মানুষ যদি ইচ্ছা করে বরের কোনো ক্ষতি সাধন করে তাহলে এর চরম মূল্য দিতে হবে।

চেয়ারম্যান নিজ থেকে অনুরোধ করে বাকের মেম্বারের কাছ থেকে তিন

দিনের সময় নেয়। তিন দিনের মধ্যে ছেলেকে খুঁজে না পেলে চেয়ারম্যান নিজে বাদি হয়ে গুমের মামলা করবে এবং গ্রামের সবাইকে চৌদ্দ শিকের ভেতরে ঢুকিয়ে শিক্ষা দিবে।

এই গ্রামের রেকর্ড খুবই খারাপ এরা উৎসবের আয়োজনে সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি করে। মেহমানদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। এদের চরম শিক্ষা হওয়া উচিত।

বাকের মেম্বার নব বিবাহিত বউ রেখে সন্তান নিখোঁজের দুঃখ নিয়ে বরযাত্রী যারা এসেছিল তাদের নিয়ে কোনোরকম বাড়ি ফেরে। এমন কষ্ট আর লজ্জাজনক ঘটনা কেউ কোনো দিন দেখেনি। বারেক মেম্বার চালাক মানুষ, ছেলে বিয়ে করানোর পূর্বে সব কিছুর খোঁজ খবর নেয়া উচিত ছিল। এমন পরিবেশে রিস্তা ঠিক করানো মোটেও উচিত হয়নি।

মানুষ চার পাশ থেকে ঘটনা জানার জন্য ছুটে আসছে। বিয়ের আসর থেকে বর ছিনতাই এটা নতুন কিছু নয় এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। সব দোষ এখন মেয়ের কাঁধে যাচ্ছে। মেয়ের ভালোবাসার মানুষ যদি সন্ত্রাস শ্রেণির হয় তাহলে এই কাজ খুব সহজে করা সম্ভব। মেয়ের গোপন ইচ্ছাতেই এমন কিছু ঘটে।

মেয়ের প্রতি সন্দেহটা দুই দিক থেকেই প্রকট হচ্ছে। সমাজের লোক জন বরকে খোঁজতে গিয়ে তার ব্যবহৃত জামা কাপড় আর ফোন উদ্ধার করে। এই কাজ সমাজের লোক কিংবা আত্মীয়স্বজনরা কেউ করবে না। নিশ্চয়ই দূরের কেউ করেছে, নয় টাকা দিয়ে কেউ বা কারা করিয়েছে। মেয়ে পক্ষের লোকজনও উল্টা মেয়েকে সন্দেহ করছে।

হয়তো মেয়ের প্রেম থাকলে এমন ঘটনা ঘটেছে। এখন দোষ যাচ্ছে সমাজের লোকজনের কাঁধে। চেয়ারম্যানসহ এলাকার মানুষজন কন্যার বাবার কাছে বরের উদ্ধার করা জামা কাপড় তুলে দেয়। ঘটনা যে ঘটেছে সেটা সত্য। সমাজের কেউ এটার সাথে যুক্ত হতে পারে এমন আলামত পাওয়া যায়নি। কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেন সে কিছু করিয়েছে কি না, এই বিয়েতে সে রাজি ছিল কি না।

এই আর এক নতুন জটিলতা, ঘটককে টাকা খাইয়ে কন্যার জন্য ভালো পাত্র দেখা হয়েছে। কন্যার যদি পছন্দ থাকত তাহলে আগে বললেই পারত, এমন গুম খুনের বিষয় কেন আসল।

কন্যা মারিয়া এ বিষয়ে কিছুই জানে না। প্রেম করা দূরের বিষয় কোনো

ছেলের হাতও ধরে নাই। আর সে কি না লোক দিয়ে তার বিয়ে করা বরকে গুম করিয়েছে। এই কি কাণ্ড! মানুষগুলোর হচ্ছেটা কি? এমন হলে তো সে নিজে ভেগে গেলে পারত। এত ভেজাল করে গুম করবে কেন? এমন পরিস্থিতিতে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কেউ কারো কথা শুনছে না।

বাড়ি থেকে একটি ছেলে গুম হয়েছে। তাকে যে করেই হোক ফেরত দিতে হবে।

গুমের মামলা বড়ো কঠিন। থানা পুলিশ এই মামলার ঘ্রাণ পেলে পুরু গ্রামসহ সবাইকে জ্বালিয়ে মারবে। লাখ লাখ টাকা দিয়েও সুরাহা করা যাবে না।

এমন অবস্থায় সবাই মারিয়ার কাছে এসে অনুরোধ করা শুরু করে– যা হবার হয়েছে। বিয়ে টিয়ে বাদ। সে যেখানে ইচ্ছা যাকে পছন্দ তাকেই বিয়ে করতে পারবে। আপাতত এই ছেলেটাকে বের করে দিতে হবে।

সবার এমন আবদার যেন মারিয়া আঁচলের নিচে ছেলেটাকে লুকিয়ে রেখেছে। এখন সে চাইলেই সেখান থেকে বের করে দিতে পারে।

মারিয়া নিজে আছে নিজের লজ্জা আর অপমান নিয়ে। একটা মানুষকে বিয়ে করল তাকে দেখলও না। বিয়ে বাড়ি থেকে ছেলেটা উধাও, উধাও তো হবেই। বিয়ে করতে আসা একটা ছেলেকে এতো অপমান করলে এটা কে সহ্য করবে। যে কোনো ছেলে বউ রেখে পালাবে। কিন্তু ঘটনা এখন অন্য দিকে ঘুরে গেছে। দু দিনের মধ্যে ছেলের সন্ধান দিতে হবে। সবাই ধরে নিয়েছে মারিয়া কাজটা করিয়েছে। অযথা এমন সন্দেহ একটা মেয়ের জন্য কতটা অপমানজনক এটা কাউকে বোঝানো যাবে না। এমন অবস্থায় টিকে থাকা কঠিন হচ্ছে।

মরে যাওয়ার উপকরণ পাশে থাকলে মারিয়া এতক্ষণে মরে যেতে পারত। কিন্তু সে মরবে না তার বিয়ে করা বর কোন কারণে গুম হলো সেটা তাকে জানতে হবে। এই ব্যাপারে সে কিছু জানে না। এটা প্রমাণ হতে হবে। এই অবস্থায় মরে গেলে সব দোষ তার ঘাড়ে চেপে বসবে। সুতরাং ধৈর্য ধরতে হবে।

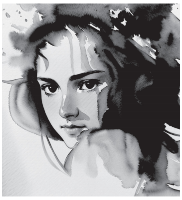

এক অদ্ভুত কারণে মারিয়া সবার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। কোনো দোষ না করেও সব দোষ তার উপর চাপছে। মা বাবা ভাই বোন সবাই কেমন যেন আচরণ করছে। বিপদ থেকে রক্ষা পেতে মারিয়ার মা এর মধ্যে কয়েকবার মারিয়ার কাছে এসেছে সে যেন দেরি না করে ছেলেটার খোঁজ জানিয়ে দেয়। ছেলেটাকে বের করে দিয়ে তার যা ইচ্ছা তাই যেন করে।

মারিয়ার গা থেকে এখনো বিবাহের শাড়ি নামেনি। একজন মানুষের সাথে বিবাহ হয়েছে। মানুষটা আবার নিখোঁজ। সবার আগে তাকে বলা উচিত ছিল যে তোমরা আমার স্বামী এনে দাও না হলে বিয়ে দিলে কেন। আমি তো বিয়ে দিতে বলিনি। আমার পছন্দ আছে তাও বলিনি। ছেলের কি হয়েছে কোথায় গিয়েছে আমি তার কিছুই জানি না। উল্টা সবাই আমাকে দায়ী করছে। এমন অবস্থায় কি করা যেতে পারে– মারিয়া বুঝতে পারছে না। সবকিছু তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে।

আত্মপক্ষ সাপোর্ট করার মতো পরিবেশ নেই। একটা আস্ত মানুষ এমন ভাবে নাই হয়ে যাওয়ার কারণ কি। সেই ছেলের অন্য কোনো সমস্যা নাইতো। ছেলের সমস্যা থাকলে তো ছেলের বাবা বিষয়টা জানত, ছেলে মানুষ এত খরচা করে বিয়ে করতে আসত না। এত ঝামেলার পরও কবুল হয়েছে। কবুলের পর নাই হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। কারণ যাই থাকুক, কিছু দিন না গেলে সব কিছু পরিষ্কার হবে না। কিছু দিন কাটতে দেয়া উচিত।

মেয়ে পক্ষের বাড়ির মানুষ মামলার ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। দূরের আত্মীয়রা চলে গেছে। বাড়ির লোকজনও নানা অজুহাতে বাড়ি ছাড়তে শুরু করেছে।

মানুষ বিপদে না পড়লে আপন মানুষের চেহারা পরিষ্কার হয় না। মারিয়া লক্ষ করছে এই বিপদে কেউ তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। কেউ

সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসেনি। সবাই শুধু দোষ দিয়ে দূরে সরে গিয়েছে। প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য কেউ আসেনি।

এই অবস্থায় বাড়িতে থেকে মাথায় যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা চাপানোর কোনো মানে হয় না। সবাই যখন মনে মনে চাচ্ছে মারিয়া নিজে গিয়ে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসলে পারে।

মারিয়া এখন সে সুযোগই কাজে লাগাবে। বাড়িটাকে পাগলখানা মনে হচ্ছে। এই বাড়িতে আর না থাকাই ভালো হবে।–

মামলা হলে হোক। পুলিশ ছেলেটাকে খুঁজে বের করুক। না হয় যারা ছেলেটাকে সরিয়েছে তাদের শাস্তি হোক। মারিয়া বিবাহের সাজ গুছিয়ে পোশাক পারিবর্তন করে। আজই আল্লাহর নামে কোনো একদিকে চলে যাবে।

পরিস্থিতি এমন হয়েছে। বাড়ির সবাই যেন বসে আছে মারিয়া কোথাও গিয়ে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসুক। মারিয়া বাড়ি থেকে বের হলে মনে হচ্ছে অনেকের জন্য ভালো হয়। সমূহ বিপদ থেকে বাড়ির সবাই বেঁচে যায়।

মারিয়া সবার সামনে দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে কেউ কিছু বলেনি, সে কোথায় যাচ্ছে এই প্রশ্নও কেউ করেনি। বরং মনে হচ্ছে যা করার ছিল মারিয়া তাই করছে। মারিয়ার মনে কষ্ট আসে। পরিবারের মানুষের এমন আচরণ সে প্রত্যাশা করেনি। মনে মনে মারিয়া কঠিন হয়। সে সিদ্ধান্ত নেয় যত যাই হোক সে আর বাড়িতে ফিরবে না। এই বাড়ি তার না, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ তার কিছু হতে পারে না। মারিয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে চিন্তা করছে সে এখন যাবে কোথায়। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাবে না। শহরে চলে যাবে। যেখানে কাজ করে খাওয়া যাবে সেখানে চলে যাবে।

কাজ করে খাওয়ার কথা মাথায় আসতেই মালেকার কথা মনে পড়ে। মালেকা মারিয়ার কলেজের বান্ধবী। কলেজে থাকা অবস্থায় মালেকার বিয়ে হয়। বিয়ের তিন মাসের মাথায় তার সংসার ভাঙে। সে মালেকা এখন গার্মেন্টসে চাকরি করে। মালেকার ফোন নাম্বার তার মোবাইলে আছে। ফোন দিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করে তার কাছে চলে যাবে।

গার্মেন্টসের কাজ এত খারাপ নয়, বেঁচে থাকার জন্য অনেক ভালো, মারিয়া বাস স্টেশনে এসে চিন্তা করে মালেকাকে ফোন দেয়া উচিত। যত দূর মনে পড়ে মালেকা নারায়ণগঞ্জে কাজ করে। তারপরও নিশ্চিত হওয়া

ভালো। এক জনের কাছে গেলে তাকে আগে থেকে ফোন দিয়ে যাওয়া ভালো।

মালেকার ফোন বন্ধ। এরা কাজের সময়ে ফোন বন্ধ রাখে। কাজ শেষ না হলে ফোন চালু করতে পারে না। মারিয়া বাড়ির পাশে স্টেশনে অপেক্ষা করতে চাচ্ছে না। কোনো একটি বাসে চড়ে ঢাকার দিকে আগালেই ভালো হয়। ঢাকার বাসে উঠে মারিয়া চিন্তা করছে মালেকার সাথে যোগাযোগ করতে না পারলে সে কোথায় যাবে? এমন অনিশ্চিত যাত্রার শেষ কি হতে পারে। যাই হোক অপমানজনক জীবন থেকে সামনের অনিশ্চিত জীবন অনেক ভালো। কপালে যা ছিল হয়েছে, সামনে যা আছে তাই হবে।

বাস ফেরি ঘাট পর্যন্ত পৌঁছাতে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত নেমে আসে। দিনের আলো যত সরে গিয়েছে মারিয়ার মনে ভয় তত বাড়তে শুরু করে। কখনো একা কোথাও যায়নি। মা বাবাও যেতে দেয়নি। আজ সে মা বাবার নির্বুদ্ধিতার কারণে তাকে রাস্তায় নেমে আসতে হলো।

বাস ফেরি পার হলে এপার থেকে মানুষ ঠাসাঠাসি করে উঠে। বাসে কোথাও পা রাখার জায়গা নেই। জোয়ান বুড়া সবাই ঠেসে আছে। যারা সিটে বসা তারাও কোনো রকম আঁটসাঁট হয়ে বসে আছে।

মারিয়ার পাশে একজন বৃদ্ধা এসে দাঁড়ায়। মাঝবয়সি মহিলা হলেও দেখতে বৃদ্ধার মতো, তার হাতে পুঁটলি বাঁধা ব্যাগ। সাথে একটি বড়ো রাজহাঁস।

রাজহাঁসটি মাঝেমধ্যে শব্দ করে উঠছে। মারিয়ার দিকে মাথা বের করে রেখেছে বলে মারিয়া হাঁসটির দিকে তাকিয়ে আছে। হাঁসটির সবই বাঁধা কেবল মাথার অংশটাই খোলা, মারিয়া তার অবস্থার সাথে হাঁসটির অবস্থাকে মিলায়, চিন্তা করে জীবন কত অদ্ভুত। মারিয়া মহিলাকে হাত থেকে হাঁসটি নামিয়ে নিচে রাখতে অনুরোধ করে মহিলা নিচে রাখতে চাচ্ছে না। মারিয়া হাঁসটিকে নিয়ে নিজের পায়ের কাছে যত্ন করে রাখে।

মহিলা কিছুটা আশ্বস্ত হয়। মারিয়া মহিলাকে তার সিটে ভালো করে ধরে দাঁড়াতে সহায়তা করে। মহিলা মারিয়ার প্রতি খুশি হয়ে মারিয়ার মাথায় হাত বুলাতে থাকে। মারিয়া বলল, আপনার খারাপ লাগলে বসতে পারেন। না না মা, আমার বসতে হবে না। দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস আছে। তুমি আমার হাঁসটা দেইখো।

গাড়ি কিছুক্ষণ চলার পর মহিলা জিজ্ঞেস করে তুমি নামবে কই?

কোথায় নামায় জানি না, আমি যাব নারায়ণগঞ্জে।

মহিলা চিন্তিত ভাবে বলে। জ্যামের রাস্তা। অনেক রাত হয়ে যাবে।

মারিয়া জানতে চায় আপনি কোথায় যাবেন?

মহিলা উত্তর দেয় কমলাপুর। মারিয়া চুপ হয়ে যায়। সে কিছুই চেনে না। মালেকা ফোন অন না করলে তার যে কি হবে সেটা বুঝতে পারছে না।

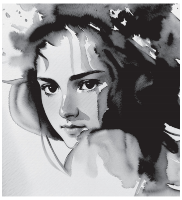

বাস কেরানিগঞ্জ আসার পর মারিয়ার পাশে থাকা এক লোক নেমে যায়। মারিয়া মহিলাকে বসতে দেয়। রাত দশটা পার হয়েছে, যাত্রাবাড়ির দিকে ঢুকতে রাস্তায় প্রচুর জ্যাম, গুলিস্তান পৌঁছাতে কত সময় লাগবে অনুমান করা যাচ্ছে না।

মারিয়া মালেকার নাম্বারে অনবরত কল দিয়ে যাচ্ছে ফোন এখনো বন্ধ আছে। মালেকার সাথে যে খুব বেশি যোগাযোগ আছে ঠিক তাও না। স্কুল জীবন থেকে এই নাম্বারটা সেইভ করে ছিল। মাঝে মধ্যে কথা হয়েছে এইটুকুই এখন এই নাম্বার মালেকা চালায় কি না সেটাও মারিয়া সঠিক জানে না। ফোন অন না হলে সামনে ভীষণ বিপদ অপেক্ষমাণ সেটাই বোঝা যাচ্ছে।

ফোন না ধরলে নারায়ণগঞ্জ যাওয়াটাও ঠিক হবে না। বাস জ্যামে আছে বাস থেকে নামলেই অজানা আশঙ্কাগুলো চেপে ধরবে। মেয়ে মানুষ ঘর ছাড়ার পর তার কলিজা মানুষের থাকে না। কলিজা কেমন করে পরিবর্তন হয়। যে একবার বেরিয়েছে সে অনুভব করতে পেরেছে। রাতটা কোথায় কেমন ভাবে পার হবে মারিয়া এখন সে নিয়ে বেশি চিন্তিত।

মোবাইল হাতে নিয়ে মারিয়া ছটফট করছে। মানুষের মনের অশান্তি প্রথমে তার চেহারায় ফুটে উঠে। সে অশান্তি খুব বেশি হলে শরীরেও তার প্রভাব পড়ে। মারিয়ার অস্থিরতা মহিলা অনেক আগে থেকেই খেয়াল করছিল। মহিলা মারিয়াকে বলল তুমি যাত্রাবাড়ি নামবা, যাত্রাবাড়ি থেকে নারায়ণগঞ্জের বাস পাবা।

মহিলার কথা শুনে মারিয়া ভয়ে কুঁকড়ে উঠে। সে যাত্রাবাড়ির কিছুই চেনে না। আর বাস ধরে নারায়ণগঞ্জ যাবে কোন ভরসায়। মালেকা ফোন না ধরলে সেখানে কোথায় গিয়ে অপেক্ষা করবে?

মারিয়া বলল, আমি তো কিছুই চিনি না। নেমে যাব কোথায় সেটাও ঠিক করতে পারছি না।

কার কাছে আসছিলা?

যার কাছে যার ভরসা করে আসছি– তার ফোন বন্ধ। এখন বুঝতে পারছি না কি করব।

ঢাকা শহরে এমন চিত্র খুবই স্বাভাবিক।

তবে মারিয়ার বাস্তবতা তো আলাদা মারিয়ার ভয়ে গা কাঁপছে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এত কিছু খেয়াল হয়নি। এখন যত সময় যাচ্ছে তত ভয় কাজ করছে। ভয়ের সাথে জেদ কাজ করছে আরও বেশি। কি হওয়ার ছিল আর এখন কি হচ্ছে।

বাড়ি থেকে মা বাবার ফোন থেকে কল এসেছে বেশ কয়েকবার মারিয়া কল রিসিভ করেনি। মালেকার সাথে দেখা হলেই সিমটা ফেলে দিবে। এই সিম সে সাথে রাখবে না। মালেকা শুধু একবার ফোন ধরলেই হয়।

মহিলা মারিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। সে মারিয়াকে বলল। আমি তো নেমে যাব, নেমে একটু হেঁটে বলাকা বাসে উঠে কমলাপুর যাব। মারিয়া হুট করে মহিলার হাত ধরে বলে, খালা আপনি আমাকে ফেলে নেমে যাইয়েন না, আমাকে সাথে নিয়ে নামেন।

মহিলা সামান্য চিন্তিত অবস্থায় আছে। মারিয়ার অবস্থা দেখে মহিলা অনেক কিছু অনুমান করতে পেরেছে। মেয়েটা যে বিপদে আছে সেটা সত্য। তাছাড়া এমন জোয়ান মেয়েকে একা ছেড়ে দেয়া যে কতটা অনিরাপদ সেটা মহিলা খুব ভালো জানে।

মহিলা বলল, তুমি যাবা আমার সাথে?

যাব মানে আপনি আমাকে নিয়ে যান। মালেকা ফোন না ধরা পর্যন্ত আমি আপনার সাথেই থাকব। আপাতত আমার আপন বলতে কেউ নেই। আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানেই যাব। শুধু আমাকে একটু পাশে রাইখেন।

মহিলা মারিয়ার হাত ধরে একটু হাসি দেয়। এই হাসি মারিয়ার বুকে পানি এনে দেয়, ভয়ে আতঙ্কে মারিয়া এতক্ষণ কাঠ হয়ে ছিল।

মহিলা বলল, আমার সাথে যেতে তো তোমার অনেক কষ্ট হবে। আমি কমলাপুর গিয়ে ভাওয়াল ট্রেন ধরে গাজিপুর যাব।

আপনি যেভাবে যাবেন আমি সেভাবেই যাব আমার কোনো কষ্ট হবে না। গাজিপুরের রাস্তা কাটা। বাসে গেলে মেলা ঝামেলা হয়। তাই ট্রেইনে গেলে আরাম। চল যা কপালে আছে হবে। মারিয়া খুশি মনে মহিলার সাথে রওয়ানা দেয়। কিছু সময় হাঁটার পর মারিয়া বলে খালা, তুমি কিন্তু টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা কইরো না। আমার কাছে টাকা পয়সা আছে যে ভাবে গেলে আরাম হবে সে ভাবেই চল।

মহিলা হাসি দিয়ে বলল, খালা যেহেতু ডেকেছিস। তোকে তো আর কষ্ট দিতে পারি না, চল একটা সি এন জি নিয়ে নেই।

তারা একটি সি এন জি নিয়ে কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছায়।

রাত এগারোটা চল্লিশে ভাওয়াল এক্সপ্রেস ছাড়বে। গাড়ি লেইট করেছে তাই তারা সহজেই গাড়িটা পেয়ে গেছে। কাউন্টার থেকে টিকেট নিয়ে তারা ট্রেনে গিয়ে বসে। মহিলার বাড়ি মাদারিপুর, গাজিপুর তার বসবাস। সেখানে তাদের একটি খাবারের হোটেল আছে। দুই ছেলে আর মা মিলে হোটেল চালায়, বেশির ভাগ গার্মেন্টস কর্মীরাই তার কাস্টমার। ছেলেদের রেখে সে তার গ্রামের বাড়ি গিয়েছিল আত্মীয়স্বজনদের দেখতে। আসার পথে ছোটো বোন আদর করে এত সব পুঁটলি আর রাজহাঁস দিয়েছে। সব মিলিয়ে এভাবেই তাদের আসা যাওয়া হয়। মহিলা যথেষ্ট আন্তরিক। মারিয়ার এখন আর খারাপ লাগছে না। দুনিয়ায় ভালো মানুষ আছে। চলার পথে বিপদে আপদে আল্লাহই মানুষ মিলিয়ে দেয়, যে কোনো ওসিলার মাধ্যমে তিনিই সব ঠিকঠাক করে দেন।

ভাওয়াল মূলত লোকাল ট্রেন, রাত হওয়ায় যাত্রী খুব বেশি নেই। তারা খুব আরামে বসেছে। ট্রেন ছাড়লে ঘণ্টা খানেকের বেশি সময় লাগবে না। স্টেশনের পাশেই মহিলার বাসা। রাত যতই হোক গাজিপুরে কোনো সমস্যা হবে না।

মারিয়ার হাতে মেহেদি শরীরে কাঁচা হলুদের রং বিয়ের সাজ এখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। মহিলা এতক্ষণ ভালো করে খেয়াল করেনি। মারিয়াকে দেখে এখন সব অনুমান করতে পেরেছে। এখনই কিছু বলার দরকার নেই যা কথা বলার বাসায় গিয়ে বললেই হবে।

ট্রেন এক ঘণ্টা বিশ মিনিট সময় নিয়ে কোনোরকম ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে গাজিপুর এসে পৌঁছে। হোটেল রাত দুইটা পর্যন্ত খোলা থাকে। তাছাড়া মহিলা রাতে আসবে। তার ছেলেরা তাদের মায়ের জন্য অপেক্ষায় আছে।

মহিলা মারিয়াকে নিয়ে সোজা হোটেলে গিয়ে উঠে। অতি সাধারণ হোটেল। নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য এখানকার পছন্দের একটি হোটেল। মহিলা বেসিনে গিয়ে আগে নিজে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। পরে মারিয়াকে বলে হাত মুখ ধুয়ে আসতে। কেননা তারা এখন রাতের খাবার খেয়ে সবাই একসাথে বাসায় যাবে। মহিলা তার ছেলেদের সাথে মারিয়াকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে। এটা তোমাদের খালাতো বোন। আপাতত আমার সাথে থাকবে।

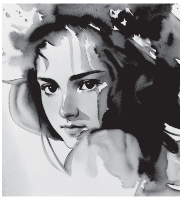

মারিয়া বাড়ি থেকে বের হয়েছে দুদিন হয়। প্রথম দিন ফোন খোলা ছিল। এখন ফোন বন্ধ। বাড়ির সবাই ধরে নিয়েছিল মারিয়া হয়তো ছেলেটাকে ছাড়িয়ে এনে জটিলতার সমাধান করবে। এখন মারিয়ার পরিবার উল্টা জটিলতার মধ্যে পতিত হয়েছে। কোথাও মারিয়ার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। বিয়ে বাড়ি থেকে ছেলে গুম হয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল এখন মারিয়া বাড়ি থেকে বের হয়ে নতুন মাত্রা তৈরি করেছে। এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যান উল্টা সমস্যার মধ্যে পড়েছে। ছেলের বাবা চাপ দিচ্ছে যে করেই হোক ছেলেকে উদ্ধার করে দিতে। মেয়ের বাবা এখন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে। তার মেয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেছে, ছেলের সাথে যেন মেয়েরও খোঁজ লাগায়। সমাজের লোকজন মেয়ের বাবার চালাকি হিসেবে ধরে নিয়েছে। ছেলে পক্ষের গুমের মামলা হালকা করার জন্য মেয়েকে আত্মগোপনে পাঠিয়েছে। চেয়ারম্যান নিজে এখন ঝামেলায় পড়েছে। সে এখন কোন দিকটা সামলাবে। তার চেয়ে দুই পক্ষ মামলা করুক সেটাই ভালো হবে। বিয়ের অনুষ্ঠানে আর ঝামেলা করবে না। মামলা করে যার যার ছেলে মেয়ে উদ্ধার করুক সেটাই ভালো। চেয়ারম্যান চিন্তা করছে সে নিজে এই ঘটনার দায় নিয়েছে। এত সহজে মামলার দিকে যেতে দেয়া ঠিক হবে না। একটা ইমেজের বিষয় থাকে।

তার চেয়ে বরং থানায় নোটিশ করে তদন্ত করিয়ে দেখা যেতে পারে এতে হয়রানি কম হবে। অযথা মানুষকে হয়রানি করা ঠিক হবে না।

চেয়ারম্যান নিজ দায়িত্বে থানায় নোটিশ করে। লিখিত আবেদনের মাধ্যমে উক্ত ঘটনার জন্য ডাইরি এবং প্রাথমিক তদন্তের জন্য দরখাস্ত করে।

বিয়ে বাড়ি থেকে বর এবং কনে পরপর দুজনই গুম হয়েছে। বিষয়টা শুনতেও অবাক করার মতো। তাছাড়া এলাকার চেয়ারম্যান নিজে বাদি হয়ে যখন আবেদন করেছে ঘটনা কিছু একটা তো নিশ্চয়ই ঘটেছে। অফিসার

ইনচার্জ দ্রুত ঘটনা তদন্ত করার জন্য টিম পাঠায়। চেয়ারম্যান পুলিশসহ বিবাহ বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়।

পুলিশ বিবাহের সাথে জড়িত সবার নাম নোট করে। বিয়েতে সকল দাওয়াতি মেহমানদের নামও লিস্টে তুলে নেয়।

পালাক্রমে বর এবং কনে বিয়ে বাড়ি থেকে গুম পুলিশের চোখে এটা অনেক বড়ো ক্রাইম। এখনো মামলা হয়নি সেটি নিয়ে তদন্ত কর্মকর্তা বেশ চিন্তিত। চেয়ারম্যান সামাজিক এবং আইনের মাঝখানে থেকে সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করছে। এটা বড়ো একটি ক্রিমিনাল কেইস এত সহজে এটা সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে না। পুলিশ তার নিজ গতিতে তদন্ত করে যাচ্ছে। ছেলে এবং মেয়ের বিস্তারিত ডাটা সংগ্রহের কাজ চলছে।

ঘটককে ডেকে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ঘটক ভয়ে কাঁপছে। এমন ঘটনা সে আর দেখেনি। এখন যদি মামলার আসামি হয়ে জেল খাটা লাগে তাহলে গরিব ঘটকের বউ বাচ্চা না খেয়ে মরবে।

বিয়ের দিন বর এবং কনে পক্ষের লোকজনদের মাঝে সামান্য কিছু বিষয় নিয়ে কয়েক দফা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে। এমন ঘটনায় সাধারণত বিয়ে ভাঙে। কেউ কখনো গুম হয়নি। আর বর নিখোঁজ হয়েছে বিয়ে করার পর। এমন হলে বিয়েটা হতো না।

সুতরাং তুচ্ছ ঘটনাগুলো তুচ্ছভাবেই নথিতে উঠে এসেছে।

সন্দেহের বিষয় হলো ছেলেটা গুম হয়েছে বিয়ের পর রাতের আঁধারে কে বা কারা তুলে নিয়েছে আশেপাশের কোনো মানুষ কিছুই দেখেনি। উদ্ধার হওয়া কিছু আলামত অবশিষ্ট আছে। মেয়ের বাবার কথামতো মেয়ে বাড়ি থেকে নিজে বের হয়েছে। তাকে কেউ গুম করেনি। বেরিয়ে কোথাও যেন চলে গেছে। এখন আর কোনো খবর নেই। সব মিলিয়ে এলোমেলো অবস্থা। পুলিশ কর্মকর্তা ছেলের বাবাকে ফোন দিয়ে যা বুঝতে পারলো তার ছেলেকে ফিরিয়ে পেলেই হবে। সময়মতো ছেলেকে না পেলে বড়ো কোনো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। চেয়ারম্যান সাহেবের অনুরোধ হলো বেশি ঝামেলায় না গিয়ে দুই জনকে যেভাবে উদ্ধার করা যায় সেটি যেন একটু দেখে।

পুলিশ আইনের বাইরে যেতে পারবে না। এখানে রহস্য আছে, মামলা কয়েক দিকে মোড় নিয়েছে। একটা একটা করে সমাধান বের করতে হবে। যে কোনো একটি ক্লু নিয়ে আগাতে হবে। যে কোনো একটি সমস্যার সমাধান পেলে সব জাল খোলে যাবে। ঘটনার তদন্ত পূর্ণ করার স্বার্থে

কর্মকর্তারা ছেলের বাড়ি যাবে তাদের বক্তব্য লাগবে। বিয়ে বাড়িতে সেদিন কি ঘটেছিল শুনতে হবে।

মানুষ এখন খুব অস্থির অতি সামান্য কথা নিয়েও বড়ো ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে। পুলিশের কাছে সব কিছুই রহস্যজনক।

বিবাহের অনুষ্ঠানে আগত প্রত্যেকটা মানুষ সন্দেহের আওতায় রয়েছে। বিশেষ করে মেয়ে পক্ষের সব মেহমানদের নামই সন্দেহের তালিকায় রয়েছে। প্রয়োজনে প্রত্যেককেই আলাদা করে জিজ্ঞাসা করা হবে।

পুলিশ প্রাথমিকভাবে সকল কিছুর বিবরণ নিয়ে ডাইরি নোট করে চলে যায়। প্রয়োজনে আসবে না-হয় এক এক করে থানায় ডাকাবে, এর মধ্যে কেউ যেন এলাকা না ছাড়ে। এর মধ্যে যারা গিয়েছে তাদেরও এখানে ফিরে আসতে বলে।

কনের বাড়িতে নতুন করে সংকট দেখা দিয়েছে। সমাজের এবং পাড়ায় সকলেই এখন আসামি। কেউ রক্ষা পাবে না। মুরুব্বিরা এর আগেও সবাইকে বলেছে কোনো অনুষ্ঠানে কারো সাথে যেন ঝগড়া না বাধায়, এরা ঝগড়া ছাড়া থাকতে পারে না। সবাই অসভ্য। মানুষ নতুন মানুষ পেলে ভাব ভালোবাসা করে। আর এই সমাজের মানুষ নতুন মানুষ দেখলে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে কামড়াতে ছুটে। কি এক বাজে রেওয়াজ। কোনো অনুষ্ঠানই এখানে ঝগড়া হৈ হল্লা ছাড়া সমাধান হয় না। এখন বুঝবে মজা। ছেলেটাকে না পেলে পুলিশ গ্রামের সবাইকে ধরে রিমান্ডে নিবে।

ছেলের বাবার বক্তব্য হলো হাজার অপমান সহ্য করে সে তার ছেলের বিয়ে দিয়েছে। ইজ্জতের খাতিরে বিয়ে ভেঙে চলে আসেনি।

তার পরও রাতের আঁধারে তারা আমার ছেলেকে গুম করেছে। এরা অমানুষ। গিয়ে দেখেন এদেরই কোনো ঘরে আমার ছেলেকে বেঁধে রেখেছে। এদের দিয়ে সব সম্ভব। আমরা নিজ চোখে এদের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে এসেছি। এদের চেয়ে উচ্ছৃঙ্খল মানুষ পৃথিবীতে হয় না। চেয়ারম্যান আমাকে সময় দিয়েছে সময়ের মধ্যে আমি আমার ছেলে না পেলে সারা গ্রামের নামে মামলা দায়ের করব। পুলিশ সমস্ত বক্তব্য নোট করে থানায় ফিরে আসে।

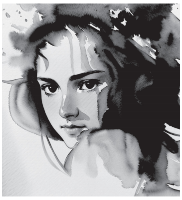

মারিয়া গাজিপুর স্টেশনের পাশে ঝুমুর হোটেলের নতুন ক্যাশ ম্যানেজার। মহিলার নাম অনুসারে তার ছেলেরা হোটেলের নামকরণ করে। মহিলার নাম ঝুমুর। তার স্বামী দুই ছেলে রেখে অন্য মহিলাকে বিয়ে করে ভালুকা চলে যায়। অত্যন্ত বিপদের মাঝে ঝুমুর রাস্তার উপর কাগজ টানিয়ে একটি পথ হোটেল চালু করে। তার দুই ছেলে তাকে সাহায্য করে। মা আর দুই ছেলের অক্লান্ত পরিশ্রমে রাস্তার উপর হোটেল খুব ভালো চলতে শুরু করে। ঝুমুর দেখতে এতটা খারাপ ছিল না। যৌবনে তার চেহারা যথেষ্ট সুন্দর ছিল। দশ টাকায় আলু ভর্তা আর ডাল দিয়ে ভাত খাওয়ার জন্য বহু দূর থেকে রিকশাওয়ালারা ছুটে আসত। গার্মেন্টস কর্মী থেকে শুরু করে– নিম্ন আয়ের বহু মানুষ ঝুমুরের চালায় এসে ভাত খেত। এর মাঝে কেউ আসত ঝুমুরের হাতে ভাত খাওয়ার পাশাপাশি তাকে এক নজর দেখার জন্য। আবার কেউ আসত দশ টাকায় পেট ভরে ভাত খাওয়ার জন্য। অল্প সময়ের মধ্যে ঝুমুরের চালার ভালো নাম ছড়াতে থাকে। গরিব মানুষের ভাত খাওয়া মানে ঝুমুরের চালা। দশ টাকায় রাস্তার পাশে বসে পেট ভরে ভাত খেতে পারা এটা আসলেই অনেক বড়ো ব্যাপার। ঝুমুরের চালা সারা দিন চলত না। দুপুর বারোটা থেকে চারটা পর্যন্ত চলত এই সময়েই শত শত লোক খেতে চলে আসত। ঝুমুরের ব্যবসাও ভালো চলতে শুরু করে। এক সময় ঝুমুর চিন্তা করল তার একটি জায়গা প্রয়োজন। সেখানে সে একটি হোটেল দিতে পারবে। রাস্তার পাশেই একটি মাচা ভাড়া নিয়ে ছোটো একটি হোটেলের পরিবেশ করে। খাবারের মান এবং দাম আগের মতোই চলে। মানুষ দিন দিন বাড়তে শুরু করে।

ঝুমুরের হাতে টাকাও জমে বেশ। বড়ো ছেলে কিছুটা বড়ো হয়। বোঝ জ্ঞান সামান্য বেড়েছে। ঝুমুরেরও সাহস আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি। বড়ো ধরনের হোটেল দিতে কিংবা চালাতে তার কোনো সমস্যা হবে না।

তখন তারা রাস্তার অপর প্রান্তে একটি পজিশন ভাড়া নিয়ে হোটেল দেয়। হোটেলের নাম হয় ঝুমুর হোটেল। এই এলাকায় গরিবের হোটেল মানে ঝুমুর হোটেলকেই মানুষ চিনে।

খাবারের দাম এখনো অনেক কম। ঝুমুর হোটেল দিয়ে মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছে, নিজে ভালো আছে, হয়তো কখনো ব্যবসায়ী হতে চায়নি। এক সময় ঝুমুর হোটেলের ক্যাশ ম্যানেজার হিসেবে ঝুমুর বসত। মাঝখানে একজন শিক্ষিত ম্যানেজার ছিল। সে বিয়ে করে বিদেশ চলে গেছে। কিছু দিন ধরে মারিয়া ক্যাশিয়ার হিসেবে বসেছে।

হোটেলে মেয়ে ক্যাশিয়ার থাকলে কিছুটা লাভ হয়। সেটা কেমন ঝুমুর নিজে তা খুব ভালো করেই জানে।

কয়েকদিনে রিকশাওয়ালাদের চাপ একটু বেড়েছে। এটা মারিয়া ক্যাশে বসার ফল। মারিয়া এখানে থাকার জায়গা পেয়েছে। ঝুমুরকে তার ঘটনা বলেছে। স্বামী বিয়ে করে ফেলে চলে গেছে। কেন গেছে এটা কেউ জানে না। অপমানে সেও ঘর থেকে চলে এসেছে। মারিয়া গার্মেন্টসে কাজ করার কথা বলে। ঝুমুর তখন বলল, গার্মেন্টস তোমাদের মতো মেয়েদের জন্য না। তুমি ভালো ঘরের মেয়ে, যত দিন ইচ্ছা আমার সাথে থাক, মন ভালো হলে ঘরে ফিরে যেও। মারিয়ার চাপাচাপির পর ঝুমুর বলল তোমাকে বাইরে কাজ করতে হবে না। কাজ করতে চাইলে আমাদের হোটেলেই বসো। ক্যাশ ম্যানেজারের জায়গাটা ফাঁকা আছে। তোমাকে বসালে ভালো হবে। ঝুমুর হোটেল আবার খুব ভালোভাবে চলতে শুরু করে।

পাশে রবিন গার্মেন্টস। দুপুরে গার্মেন্টস কর্মীদের বিশাল লাইন লাগে, তখন চাপ সামলাতে একটু কষ্ট হয়। কর্মচারী যারা আছে তারা দুই শিফটে ডিউটি করে। অর্ধেক সকাল থেকে চারটা পর্যন্ত। বাকি অর্ধেক চারটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। মারিয়া নতুন তাই সে দিনের বেলায় বসে সন্ধ্যার পর ঝুমুর নিজে ক্যাশে বসে। ঝুমুরের ছেলেরা এখন আর আগের মতো কাজ করে না। তারা তদারকি করে। ছোটো ছেলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

রবিন গার্মেন্টসের ম্যানেজার কিছু দিন ধরে ঝুমুর হোটেলে ভর্তি হয়েছে। সে তিন বেলাই এখন এই হোটেলে খায়। তার জন্য গার্মেন্টসের কর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে।

কিছু দিন আগে ঝুমুরের বড়ো ছেলের সাথে গ্লাস ধোয়া নিয়ে তর্ক হয়। তারপর সে হোটেল ছাড়ে এবং তার কর্মীদের এই হোটেলে খেতে নিষেধ করে। তারপর থেকে কাস্টমার কিছুটা কমে যায়। যারা আসত তারা শুধু কম দামে খাওয়ার জন্য আসত। এখন আবার কাস্টমারের চাপ বেড়েছে। এটা মারিয়ার জন্য হয়েছে। মেয়ে মানুষ কাস্টমার টেনে আনতে পারে। কেমন করে টানে এটা কেউ হয়তো জানে না। এই ধরনের ব্যবসায় মেয়েরা কাস্টমার তো আনেই। এবং ধরেও রাখতে পারে।

গার্মেন্টসের ম্যানেজার কিছু দিন ধরে কয়েকবার করে চা খেতেও আসে, এসে বসে থাকে কিছু হয়তো বলতে চায়, কিংবা চায় না। হয়তো ভালো লাগে তাই বসে থাকে। হোটেলের কাস্টমার লক্ষ্মী। তাদের কিছু বলা যায় না, ম্যানেজার আলাদা, সে খুশি থাকলে গার্মেন্টসের সবাই খুশি। যে কোনো হোটেল এমন একটি গার্মেন্টস ধরার জন্য বছরের পর বছর বসে থাকে। ঝুমুরের ভাগ্য ভালো তাই কখনো তার কাস্টমারের জন্য অপেক্ষা করতে হয় নাই।

পনেরো দিন টানা আসা যাওয়া এবং বসে থাকার পর ম্যানেজার সাগর বিল দিতে এসে মারিয়ার নাম জানতে চায়।

মারিয়া সাগরকে কখনো খেয়াল করেনি। সেদিকে তার কোনো মনোযোগ নেই। তার নিজের মা বাবার আচরণে এখনো তার কাছে লজ্জা বোধ হয়। মনে কষ্ট পায়। সব কিছু ভুলে একা এবং কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। কে এলো, কে গেল, কে বিল দিল, কে দিল না এটা তার দেখার বিষয় না। ওয়েটার আওয়াজ দিয়ে বিল কল করে মারিয়া শুধু হিসেব করে সঠিক পরিমাণ টাকাটা গণনা করে রাখে এটাই তার মূল কাজ।

মারিয়া মাথা উঁচু করে লক্ষ করে কেউ একজন তার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে।

লোকটি ম্যানেজার সাগর। সাগরকে মারিয়া চিনে না। মারিয়া এটা জানে তার বিবাহ হয়েছে। স্বামীকে সে আজও দেখেনি। বিবাহের পর কি হয়েছে, সে খবরও সে আর নেয়নি। বিয়ের পর শুভ দৃষ্টির পর্ব থাকে। দেখে মনে হচ্ছে লোকটা শুভ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে। না সেটা হয় না। তার স্বামীর সাথে যখন দেখা হবে পরিচয় হবে তখন হয়তো এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবে। মারিয়া বলে বিল কত? সাগর চমকে উঠে জবাব দেয় ত্রিশ টাকা।

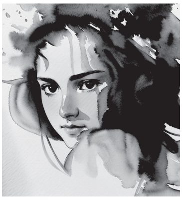

মারিয়া সকাল সাতটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ক্যাশে বসে। তারপর বিরতি। এক ঘণ্টার মধ্যে বাসা থেকে ফ্রেশ হয়ে আবার একটার পর থেকে ডিউটি শুরু করে। বিকাল পাঁচটার মধ্যে মারিয়ার ডিউটি শেষ হয়। তারপর থেকে সে বাসায় থাকে। ঝুমুর খালা বুঝতে পারে যে সন্ধ্যার পর মারিয়াকে হোটেলে রাখা ঠিক হবে না। তিনি নিজে বাকি সময় ডিউটি করেন।

এর মধ্যে একটি বিষয় ক্লিয়ার হয়েছে মারিয়া যে সময় হোটেলে থাকে সে সময়েই কাস্টমার বেশি থাকে। মারিয়া না থাকলে কাস্টমারের চাপ খুব বেশি থাকে না। কিছু কিছু মানুষের ব্যবসায়িক ভাগ্য একদম আলাদা হয়।

গার্মেন্টসের ম্যানেজার সাগর। কিছুদিন ধরে হোটেলে লম্বা সময় বসে থাকে। কখন খায় কখন বিল দেয় হিসাব রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সকালে এসে দুপুর পর্যন্ত বসে থাকে। কে কার খেয়াল রাখে। ম্যানেজার মানুষ তাই তাকে কেউ কিছু বলে না। একবার বলে কাস্টমারগুলো হাত ছাড়া হয়েছিল। তাই তার সাথে সহজে কেউ কথা বলতে চায় না। যত ইচ্ছা বসে থাকুক যা ইচ্ছে খাইতে থাকুক। এত শ্রমিকের মাঝে এমন দু একজন ম্যানেজার ফ্রি খেলেও সমস্যা হয় না।

ম্যানেজার সাগর বসে থাকে হোটেল ফ্রি হবার আশায়। সে বসে বসে লক্ষ করে কোন সময়টাতে হোটেলে মানুষ থাকে না। হোটেলে যে সময়ে মানুষ থাকবে না সে ঠিক সেই সময়েই আসবে। সাগরের মনের ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না। এক সপ্তাহ ধরে টানা বসে আছে। আসলে কখনোই মানুষ কম থাকে না। মানুষ সব সময়েই থাকে।

আশেপাশে অনেক হোটেল আছে সেগুলো খালি থাকে। মানুষ শুধু এখানেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মানুষের স্বভাবই এমন।

সাগরের মনের ইচ্ছা হলো মারিয়াকে একা পেলে তার সাথে দুটা কথা বলবে। একটা কথা বললেই পরবর্তী আরও কিছু কথা বলার সুযোগ তৈরি

হবে। মেয়েটি এত ব্যস্ত থাকে যে কথা বলার সুযোগই হয় না। আর মেয়েটাও এত কাজ পাগল যে বিল দেয়া নেয়া ছাড়া আর কিছু বুঝে না। যেন সে বিল নেয়ার জন্যই জন্মেছে। এর বাইরে তার আর কিছু নেই। এই পরিবেশটা সাগর মানতে পারছে না। গার্মেন্টসে হাজার হাজার মেয়ে, মেয়েরা তার জন্য পাগল, সে যদি কোনো মেয়ের সাথে কথা বলে সে মেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। সাগর সব ফেলে মারিয়ার সাথে কথা বলার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে এসে বসে থাকে।

কি আছে এই মেয়েটার মাঝে। তার সাথে কথা বলার জন্য মন এতো ব্যাকুল হয় কেন। তাকে বলতে ইচ্ছা হয় 'আমি এতো যে তোমায় ভালোবেসেছি'। সাগরের কিছু দিন ধরে কাজে মন বসছে না। বড়ো বড়ো অর্ডার এসে জমা হয়েছে। কর্মীরা ঠিকমতো কাজ করছে কি না সে খবরও রাখছে না। এভাবে চলতে থাকলে বড়ো ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে। সব কিছু বুঝেও সাগর নিজের মনকে মানাতে পারে না।

টেবিলের কর্নারে বসে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। এতো ভালো লাগার কারণ সাগর আজও আবিষ্কার করতে পারেনি। দেখতে দেখতে বারোটা বেজে যায়। মারিয়া তার নিয়ম অনুসারে ক্যাশ গুছিয়ে এক ঘণ্টার জন্য বাসায় চলে যায়। সাগর হঠাৎ লক্ষ করে মারিয়া চেয়ারে নেই। বাথরুমে যেতে পারে। সে পাগল হয়েছে, তার মতো সবাই তো আর পাগল হয়নি। সাগর নিজ মনে হাসতে শুরু করে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মারিয়াকে না পেয়ে সকালের চা নাস্তার বিল মিটিয়ে হোটেল থেকে বের হয়।

সাগর হোটেলে সময় কাটায় ঠিকই কিন্তু মারিয়ার কাজের রুটিন পায়নি। সে কখন আসে, কখন যায় তার সঠিক টাইমিং সাগরের জানা হয়নি। আস্তে আস্তে সবই জানা হয়ে যাবে।

ঝুমুর হোটেলের রান্না হোটেলের পেছনেই হয়। সেখান থেকে খাবার বাসায় যায়। হোটেলের মালিক পক্ষ এখন আর হোটেলে খায় না। সবাই বাসায় খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস শুরু করে। তাছাড়া মালিক পক্ষের লোক হোটেলে সবার সামনে খাবে এটা ঝুমুর খালা এতটা পছন্দ করে না। বাসার মানুষ বাসায় এসে খাবে এটাই সুন্দর।

মারিয়া হোটেলে বসে খেতে পারে না তার লজ্জা লাগে। ক্যাশে টাকা নেয়া তার চাকরি। এটা না হলে তাকে গার্মেন্টসে চাকরি খুঁজতে হতো। এখানে সে ভালো আছে এবং মানে সম্মানে আছে। ঝুমুর খালা তার সব

খরচ মিটিয়ে উল্টা প্রতিদিন তিন শত টাকা করে নগদে দিয়ে যাচ্ছে। এটা মারিয়ার জন্য অনেক বেশি সম্মানের। তাছাড়া নিরাপদ এবং বিশ্বস্ত একটি জায়গায় সে আছে এটিই মারিয়ার জন্য অনেক বড়ো পাওয়া।

সাগর ঝুমুর খালার কাছে জানতে চায় তার হোটেলের ক্যাশ ম্যানেজার তার কি হয়। ঝুমুর খালা উত্তরে বলে, আমার বোনের মেয়ে।

বোনের মেয়ে শুনে সাগর কিছুটা সাহস পায়, আজ আর বেশি কথা না বলে নিজের কাজে চলে যায়।

মারিয়া নতুন সিম নিয়েছে। পুরাতন কোনো নাম্বার তার কাছে নেই। ইচ্ছা করে কারো নাম্বার রাখেনি। সব মুছে দিয়েছে। এখন তিন জনের নাম্বার সেইভ আছে। ঝুমুর খালা আর তার দুই ছেলে। ছোটো ছেলের নাম্বার ছোটো দিয়ে বড়ো ছেলের নাম্বার বড়ো দিয়ে সেইভ করা। ঝুমুর খালার বড়ো ছেলের বয়স বর্তমানে পনেরো বছর। ছোটোটা তার চেয়ে তিন বছরের ছোটো। ছেলে দুটো অনেক মা ভক্ত। মা যা বলে তাই শুনে। মা প্রথম দিন তাদের বলে দিয়েছে, মারিয়া তোমাদের বড়ো আপা, তোমরা আপা বলে ডাকবা, সে থেকে তারা আপা বলেই ডেকে আসছে।

অল্প কিছু দিনের মধ্যে মারিয়া তাদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছে। সম্পর্কগুলো মানুষের মাঝে এভাবেই জোড়া নিতে থাকে। দীর্ঘদিন এক সাথে থাকলে সম্পর্কের মাঝে শিকড় গজাতে শুরু করে। চাইলেই সে শিকড় ছিঁড়ে ফেলা সম্ভব হয় না।

দুদিন ধরে মারিয়ার জ্বর অনুভব হচ্ছে। হোটেলে যাওয়া বন্ধ আছে। এটা হাওয়া পানি পরিবর্তনের ফল, ঢাকার পানি খুব সহজে সবার সয় না। অসুখ বিসুখ ছাড়া ঢাকার পানি কাউকে আপন করে নেয় না। জ্বর কিছুটা বাড়লে ঝুমুর খালা মারিয়াকে ডাক্তার দেখায়। পরীক্ষা নিরিক্ষা করে ডাক্তার ওষুধ দেয়। কিছু দিন বিশ্রাম নিতে বলে।

মারিয়া কিছু দিনের বিশ্রাম পায়, বাসায় রেস্ট নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে কম সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠে।

কয়েক দিন মারিয়ার অনুপস্থিতি হোটেলে এক রকম ভাটা পড়ে, অনেকে হোটেলে ঢুকে ক্যাশে মারিয়াকে না দেখে সোজা ফিরে গেছে। এমন কাস্টমার অনেক আছে। খাবারের সাথে মারিয়ার কি সম্পর্ক সে হিসাব মিলানো কঠিন। তার পরও কাস্টমারের মন মর্জি বলে একটি বিষয় থাকে।

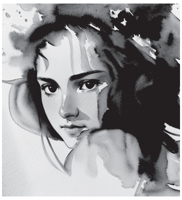

চারদিন পর মারিয়া আবার তার নিয়মিত কাজে যোগদান করে। এই চারদিন সাগরের খুব খারাপ কাটে। খালাকে তেমন কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি। গার্মেন্টসের একজন ম্যানেজার হোটেলের কোনো এক মেয়ের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে এটা শুনতে খুবই খারাপ লাগে। গার্মেন্টসে এমনিতেই মেয়ে নিয়ে নানা ধরনের কথা উঠে। এসব সাধারণ মানুষ খুব ভালোভাবে নেয় না। সাগর মেয়েটাকে ফলো করছে। তাকে দেখলে ভালো লাগে। মনের মধ্যে ভালো লাগা কাজ করতে শুরু করেছে। অবস্থা এমন হয়েছে। মেয়েটাকে যত দেখে ততই তার ভালো লাগে কাজে মন বসে না। এই অবস্থাটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সাগর ছাত্রজীবনে অনেক প্রেম করেছে, তখনকার দিন আর এখনকার দিন মোটেও এক রকম নয়। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ভালো চাকরি করছে। সমাজে একটা অবস্থান আছে। অফিসে ভালো সুনাম আছে। এই অবস্থায় চাইলেই কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলা যায় না। মনকে নানাভাবে শান্ত রাখতে হয়। বুঝে শুনে আগাতে হয়। সাগরের ইচ্ছা হলো মারিয়ার সাথে বসে কথা বলতে তার সাথে ভালোভাবে আগে পরিচিত হবে। তারপর আস্তে আস্তে যা বলার তা হয়তো বলবে তবে তার জন্য সময়ের প্রয়োজন। মারিয়কে একা পাওয়া কঠিন, সে এত ব্যস্ত থাকে যে তার সাথে কথা বলার সুযোগই নেই। কাউন্টারের সামনে সব সময় মানুষ থাকে। ইচ্ছা করলেই তার সাথে কথা বলা যায় না। আর মেয়েটা ভালো করে কারো দিকে তাকায়ও না। মাথা নিচু করে শুধু কাজ করে যায়। যা দেনা পাওনা সে নিয়েই থাকে। সাগর বেশ কিছু দিন মারিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মারিয়া ফিরেও তাকায়নি। মেয়েটার মধ্যে পার্সোনালিটি আছে। এটাই সাগরের ভীষণ ভালো লাগে। ভালো মেয়েদের এটাই বড়ো লক্ষণ এরা সহজে কাউকে পাত্তা দেয় না। অযথা মানুষের দৃষ্টি কাড়ার জন্য পাঁয়তারা করে না।

সাগর এই কয়দিনে মারিয়া সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারে সেটি হলো সে ঝুমুর খালার দূর সম্পর্কের বোনের মেয়ে। এই অবস্থায় মারিয়া সম্পর্কে ঝুমুর খালার সাথে কথা বলা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা অন্য দিকে চলে যাবে। সর্ব প্রথম মারিয়ার সাথে কথা বলতে হবে। সবার পরের স্টেপ হলো ঝুমুর খালা। সাগর বিকাল বেলায় এসে চা আর পরোটা নিয়ে বসে, সে আজ মারিয়ার সাথে কথা বলবে। যে করেই হোক। কথা বলার জন্য যে অল্প সুযোগ থাকা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে না। আজ সুযোগ না হলেও কথা বলবে। দুই ঘণ্টা বসার পর মনে হলো ক্যাশটা হালকা হয়েছে। সাগর দ্রুত উঠে গিয়ে বিল দেয়, ইচ্ছা করে এক হাজার টাকার নোট দেয়। তাতে একটু সময় বের হয়।

সাগর তার ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বলে, আমি সাগর রবিন গার্মেন্টসের ম্যানেজার, আমার কার্ডটা রেখে দিন। মারিয়া বলল, কার্ড লাগবে না ভাংতি দেন। সাগর গলার আওয়াজ নিচু করে বলে রেখে দিন। এখন ভাংতি না থাকলে পরে দিয়েন।

মারিয়া বলল, না আমি ঝামেলা করতে চাই না। আপনি আপনার টাকা নিয়ে যান।

সামান্য আলাপচারিতার মাঝে পেছনের টেবিল থেকে এক লোক উঠে এসে বলে, কোন সমস্যা?

মারিয়া বলে না, সমস্যা নাই।

এখানে কোনো সমস্যা চলব না। দেইরা কোনো কাস্টমার এই হোটেলে দ্বিতীয়বার আসতে পারব না। এটা ঝামেলা মুক্ত হোটেল ভংছং এখানে চলে না।

মারিয়া দ্রুত সাগরের টাকা ভাঙিয়ে বিল রেখে দেয়।

—লোকটাকে সাগর সামান্য চেনে। এলাকায় কমিশনার না যেন কোন পোস্টে আছে, হোটেলে বসে আড্ডা দেয় ধান্দাবাজি করে। ঝুমুর খালার পরিচিত লোক। সাগর এদের সাথে কথা বাড়ায়নি। টাকা নিয়ে অফিসে চলে যায়।

আজেবাজে মানুষের সাথে তর্ক করে পরিবেশ নষ্ট হোক সাগর নিজেও সেটি চায় না। ভদ্র মানুষের চালচলন এসব পাতি মাস্তানদের থেকে আলাদা হওয়া উচিত।

ঝুমুর কিছু দিন ধরে লক্ষ করছে লোকাল মাস্তান আর নেতাদের আড্ডা

অনেকটা বেড়েছে। এই লক্ষণ হোটেলের জন্য খারাপ। ঝুমুর নিজে খুব একটা শিক্ষিত না হলেও মাথায় বুদ্ধি আছে। ঘটনার আভাস এবং সময়ের হাল-চাল বুঝতে তার কষ্ট হয় না। হোটেলে লোকাল মানুষের আড্ডা বাড়া মানে সামনের দিকে বিপদ অতি নিকটে। এসব মানুষের সাথে লড়া কিংবা ঝগড়া করে টিকে থাকার অবস্থা ঝুমুরের নেই। মানুষ এদের চাদা দিয়ে রাস্তার উপর ব্যবসা করে।

চার পাঁচজন লোকের মধ্যে একজন এলাকার কমিশনার, ঝুমুর খুব ভালো করে তাকে চিনে। বেলায়েত কমিশনার এলাকায় নতুন। বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছে। তার ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে একটু বেশি। এদের সাথে লিংক লিয়াজু না করতে পারলে অনেক রকমের বিপদে পড়তে হয়।

বেলায়েত কমিশনার আজ প্রায় আটটা পর্যন্ত হোটেলে লোকজন নিয়ে আড্ডা দিয়েছে। যাওয়ার সময় ঝুমুরকে বলল। আমি তোমাকে ভালো করেই চিনি। তোমার হোটেলের ভালো সুনাম আছে। সুনাম ধরে রাখতে হবে। ব্যবসার মান আর পরিবেশ আরও উন্নত করা প্রয়োজন।

বেলায়েতের কথা শুনে ঝুমুর কিছুটা খুশি হয়, কমিশনার নিজ মুখে উন্নতির কথা বললে মনে শান্তি আর সাহস উদয় হয়।

ঝুমুর বলল, আপনারা বল ভরসা দিলে আমরা সবই করতে পারি। বেলায়েত বলল, সে তো আছিই। তোমার হোটেল ভালো লাগে বলেইতো সব কাজ এখন এখানে বসে করি। তোমার কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবা। কেউ ডিস্ট্রাব করলে শুধু আমাকে দেখায়া দিবা। সোজা গাড়ায়া দেমু দেখবা।

বিল কত হইছে বল। ঝুমুর হাসি দিয়ে বলল, না থাক, আপনারা নিজেরার মানুষ। বিল লাগব না।

বেলায়েত হাসতে হাসতে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায়। তার সাথে সাথে আরও চার জনও বেরিয়ে যায়।

ঝুমুর সবার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওয়েটার দৌড়ে এসে বলে, দুপুর থেকে বসে ছিল। টেবিল খালি নাই তাও উঠে না। সব দিক দিয়েই তো লস হইলো।

ঝুমুর ওয়েটারকে ধমক দিয়ে বলল, কাজে মন দে।

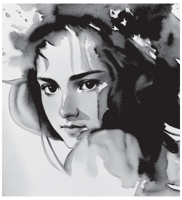

সাগর কোনো অবস্থাতেই মারিয়ার সাথে কথা বলতে পারছে না। সুযোগই করতে পারছে না। হোটেলে যখন যাচ্ছে তখনই লোকাল লোকগুলোর আড্ডা দেখতে পাচ্ছে। লোকাল লোকজনের আড্ডা ইদানীং খুব বেশি জমেছে। সাগর নতুন কৌশল খুঁজতে থাকে, খালা যখন হোটেলে বসে তখন লোকাল লোকজন কম থাকে। খালার সাথে আগে কথা বলতে হবে। খালার সাথে ভাব জমালে আস্তে আস্তে সকল লাইন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। খালা সন্ধ্যার পর থেকে ক্যাশে বসে, সে সময় খালার সাথে আলোচনা করলেই উত্তম হবে।

সাগর অফিসের কাজ শেষ করে ঝুমুর হোটেলে আসে, এই সময়ে হোটেল অনেকটাই ফাঁকা, সাগর এই সময়ে আর কখনো আসেনি। আজ এসে চা নাস্তা খেয়ে বিল দেয়ার জন্য খালার সামনে আসে। খালাকে বলে আপনাদের খাবারের মান এখন অনেক ভালো। গার্মেন্টসের কর্মীরা আপনাদের খাবারের প্রশংসা করে। কিছু নতুন শ্রমিক নিয়োগ হবে তারাও এখানে লাঞ্চ করবে। পঞ্চাশ জনের বেশি অর্ডার হতে পারে। এটা ঝুমুর খালার জন্য অবশ্যই আনন্দের, হোটেলে অফিসিয়াল অর্ডার বাড়লে লাভ ভালো হয়।

সাগর বলল, নতুন কর্মীদের পার্সেল অফিসে পাঠাতে হবে। অফিসে ডেলিভারি দিতে পারলে ওরা টিফিন আনবে না। আপনার এখানে খাবারের দাম তুলনামূলক অনেক সস্তা। তাই বাড়ি থেকে খাবার আনার প্রয়োজন হয় না। খালা বলল, তোমরা বেশি অর্ডার করলে আমি দাম আরও কমিয়ে দিতে পারব। প্রয়োজনে তোমাদের পছন্দমতো খাবার তোমাদের বাজেট অনুযায়ী তৈরি করে দেব।

এটা আসলেই অনেক ভালো। বাজেটের মধ্যে পছন্দের খাবার কর্মস্থলের কাছে এমন ব্যবস্থা থাকা খুবই সুবিধাজনক। এই সুযোগ তো আর

সব জায়গায় থাকে না। সাগর খালার সাথে তার কর্মীদের জন্য দুপুরের খাবার এখান থেকেই ফাইনাল করে দিবে। তার আগে সবার সাথে কথা বলে নিলে ভালো হবে। বাড়িতে সকালে ঘুম থেকে উঠে রান্না করে খাবার নিয়ে আসা অনেকের জন্যই কষ্টকর হয়। বাসার খরচের মধ্যে যদি অফিসে খাবার চলে আসে তাহলে মন্দ হয় না। ঝুমুর খালার কাছে ম্যানেজার ছেলেটাকে অনেক ভালো লাগে খুবই ভদ্র মানুষ। সে নিজে এই হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে। তার কর্মীরাও এই হোটেলে খায়। সে বললে তার সকল কর্মীই এখানে খাবে। একটি হোটেল এমন একটি গার্মেন্টসে খাবার দিতে পারলে তার আর ব্যবসা লাগে না। বাসায় বসে রান্না করে সময় মতো ডেলিভারি দিলেই হয়। গার্মেন্টসের সব মিলিয়ে দুইশত কর্মী এখানে খেতে আসে। এদের সবার খাবার যদি পার্সেল করা যায় তাহলে খারাপ হবে না। এতে নিয়মিত আলাদা একটি আয়োজন হবে। ব্যবসাটাও অন্য দিকে বেগবান হবে। খালা খুব আগ্রহের সাথে সাগরের সাথে আলোচনা শেষ করে। সাগর হিসেব করে সংখ্যাটা জানাবে। খালা খাবারের দাম আর মান ফাইনাল করে দিবে। ঝুমুর হোটেলের পেছনের একটি টেবিলে এখন নতুন কোনো কাস্টমার বসে না। সে টেবিলে বেলায়েতের লোকজন বসা থাকে, খালি থাকলেও কেউ গিয়ে বসতে চায় না।

বেলায়েত কমিশনার দুদিন আগে এক ছেলেকে মারধর করেছে। সে ছেলে সেই টেবিলে বসে চা খাচ্ছিল। আজ এক ছেলে সে টেবিলে বসে ভাত খাচ্ছিল বেলায়েত আসার পরও সে ছেলে উঠেনি তাই তাকে হোটেল থেকে বের করে দেয়। বেলায়েত ছেলেকে বের করে দিয়ে ছেলের বিল হিসাব করে কাউন্টারে দিয়ে দেয়।

হোটেলে এটা কখনো চলতে পারে না, এটা খাবারের হোটেল, সবার জন্য সমান অধিকার। বেলায়েত যা করছে সবটা অন্যায়। এমন হতে পারে না। ঝুমুর খালা নিজেও জানে এর পরিণাম ভালো হয় না। এই লক্ষণ খুবই খারাপ। ঝুমুর মুখ খোলে কিছু বলতে পারে না। এদের সাথে আইন চলে না। আইনের মানুষও এদের মতোই। এদের সাথে ন্যায় অন্যায় নিয়ে কথা বলা মানে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা।

বেলায়েত আর তার লোকজন একটি টেবিল নিয়ে বসে থাকে ঝুমুর এসব শুধু চোখ বুজে সহ্য করে। এদের সাথে বিলেরও তেমন হিসেব করে না। ইচ্ছা হলে বিল দেয়, না হলে দেয় না। কিছু দিন ধরে বেলায়েত বিল

দিচ্ছে হিসেব করে না। হিসেব না করেই পাঁচশ এক হাজার টাকার নোট দিয়ে বলে রাখ। তখন রাখতে হয়। ঝুমুর খালা মারিয়াকে বলে দিয়েছে এদের সাথে যেন কখনো কথা না বলে। এদের যা ইচ্ছা করুক, এদের মরা এরাই মরবে। টিকে থাকতে হলে সহ্য করতে হবে। লাভ লসের হিসাব পরে।

মারিয়া বেলায়েত কমিশনার আর তার লোকদের সাথে কথা বলে না। তারা দোকানে থাকলেও তাদের দিকে তাকায় না। বেলায়েতের লোকজন যা চায় বেয়ারা সেটার ব্যবস্থা করে।

মারিয়ার ডিউটি এখন থেকে এক ঘণ্টা কমানো হয়েছে। মারিয়া পাঁচটার আগেই হোটেল ত্যাগ করে বাসায় চলে যায়। তখন ঝুমুর এসে ক্যাশ বুঝে নেয়।

বেলায়েত ঝুমুর খালাকে বলল, তার ক্যাশ ম্যানেজারকে যেন রাত পর্যন্ত রাখে। প্রয়োজনে বেতন বাড়িয়ে দিলে হয়। ঝুমুর সবই বুঝে। মারিয়া তার নিজের কেউ না হলেও একটা মেয়ের জন্য কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সে হিসাব তার কাছে আছে। বেলায়েতের মতো লোকজন এই ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে থেকে বছরের পর বছর পার করেছে। এতে ঝুমুরের কিছু যায় আসেনি। সে টিকে আছে। ব্যবসা আর লালসা এক নয়। ঝুমুর এখানে ব্যবসা করে। এদের মতো কুকুরের লালসা মিটানোর কাজ তার না। ঝুমুর বলল, মেয়েটা নতুন কাজ কাম শিখুক পরে দেখব নে। তাছাড়া নিজের প্রতিষ্ঠান অন্যের হাতে দিতে মন চায় না। ঝুমুরের এই কথার উত্তরে বেলায়েত আর কিছু বলতে পারেনি।

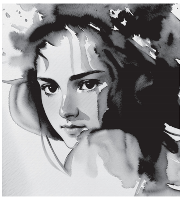

সাগর ঝুমুর হোটেলের সাথে নতুন করে খাবারের দাম আর ম্যানু ঠিক করে। ঝুমুর খালা গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য খুব সুলভ মূল্যে খাবারের ম্যানু সেট করে। খাবারের ম্যানু সবার পছন্দ হয়। মাত্র ত্রিশ টাকায় ভাত আলু ভর্তা ডাল সাথে একটি ভাজি। এই ম্যানু বাসায় রান্না করলেও এর চেয়ে বেশি খরচ হয়। কম মূল্যে ভালো খাবার পরিবেশনায় ঝুমুর হোটেলের নাম বহু আগেই মানুষ খুব ভালো করে জানে।

ঝুমুর খুব কম লাভ করে খাবার বেচে রাতারাতি বড়োলোক কিংবা ভেজাল করে বেশি টাকা কামানোর ইচ্ছা তার কখনো ছিল না। সে গরিব মানুষের জন্য খাবার তৈরি করে রাস্তার পাশের গরিব মানুষ লাইন দিয়ে খেয়ে তাকে আজ এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।

সেই গরিব মানুষগুলোকে তার ভুলে গেলে চলবে না। আকাশ ছোঁয়া দাম হাঁকালে গরিব মানুষগুলো তার হোটেলে আর খেতে পারবে না। তার উসিলায় কিছু মানুষের রিজিক এখানে জুটে এটাই বড়ো তৃপ্তি।

সাগরের সাথে ঝুমুরের সম্পর্ক খুব উন্নত হয়। গার্মেন্টসের খাবার ঝুমুরের বাসা থেকে রান্না হয়ে ভ্যান গাড়ি করে সোজা গার্মেন্টসে চলে যায়। কর্মীরা সে খাবার তৃপ্তি নিয়ে খায়। গার্মেন্টসের জন্য আলাদা বাজার আলাদা লোকবল। এভাবে কিছু অফিস ধরতে পারলে শুধু হোটেল নিয়ে বসে থাকতে হতো না। ব্যবসার পরিধি আরও বাড়ানো যেত। সাগর সপ্তাহের হিসাব করে খাবারের বিল মিটিয়ে দেয়। তার যত কর্মী ঝুমুরের খাবার খাবে তাদের সবাই এক সপ্তাহের টাকা অগ্রিম দিয়ে দেয়।

এই হিসাবটা সাগর আলাদা করে রাখছে। সারা গার্মেন্টসের হিসেব রেখে যতটা মজা পাচ্ছে এই সামান্য কয়টাকা খাবারের হিসাব রেখে তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পাচ্ছে। এটাতে ভালো লাগা আছে। ভালো লাগার আলাদা উপলক্ষ্য আছে।

রবিন গার্মেন্টসের কর্মীরা ত্রিশ টাকায় দুপুরে ভালো মানের লাঞ্চ পাচ্ছে এটা আশেপাশের কিছু অফিসে জানাজানি হয়। বেশ কিছু অফিস থেকে মানুষ সাগরের কাছে আসে। সেইম খাবারটা ম্যানেজ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করে।

সাগর সবাইকে ঝুমুর খালার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং একই খাবারের চুক্তি করিয়ে দেয়। সাগরের জন্য ঝুমুরের ক্যাটারিং ব্যবসাটা জমেছে এটা ঝুমুর নিজেই বুঝতে পারছে। ক্যাটারিং ব্যবসা দেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব চলে যায় তার বড়ো ছেলের উপর। বড়ো ছেলে লোক নিয়ে বাসার নিচে জায়গা করে সব ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সাগর মাঝে মধ্যেই ঝুমুরের সাথে দেখা করতে হোটেলে যায়। হোটেলের সব ধরনের খাবার সাগরের জন্য ফ্রি করা আছে। সাগর যা ইচ্ছা তাই খেতে পারবে। তার কাছ থেকে কোনো বিল নেয়া হয় না। সাগর বিল না দিয়ে কোনো খাবার খেতে চায় না। এর জন্য তার খাবারের পরিমাণ কমিয়ে এনেছে হোটেলে আসলে শুধু চা আর পরোটা খায় অন্য কিছু অর্ডার করে না।

সাগর বেশ কিছু দিন ধরে অপেক্ষায় আছে ঝুমুরের সাথে মারিয়ার বিষয়ে কথা বলবে। কিন্তু কোন জায়গা থেকে শুরু করবে সেটি ঠিক করতে পারে না। সব রকমের কথাই হয়। মূল কথা আর বলা হয় না।

এর মধ্যে ঝুমুর জোর করে একদিন সাগরকে তার বাড়ি নিয়ে যায়। বাড়িটা কিছুদিন আগে কিনেছে। এখনো গুছানো হয়নি টিনসেডসহ পুরাতন একটি বাড়ি। বাড়ির মালিক তার পরিচিত। ছেলেদের দুঃখে মালিক এই বাড়ি বিক্রি করে দেয়। ঝুমুর কম দামে পেয়েছে তাই নিয়ে নিয়েছে। এই বাড়ি থেকেই ক্যাটারিং এর ব্যবসা চলে।

সাগর ভেবেছিল বাড়িতে গেলে মারিয়ার সাথে দেখা হবে কথা হবে। দুঃখের বিষয় হলো মারিয়া থাকে তাদের ভাড়া বাসায় যেখানে খালা থাকে। সাগর ভাবে খালা নিশ্চয়ই একদিন সে বাসায়ও নিয়ে যাবে। এভাবে দিন দিন সম্পর্ক আরও শক্ত হবে।

বেলায়েত কমিশনার আর তার লোকজন হোটেলের সব কাস্টমার বের করে দিয়ে আড্ডায় বসে। তারা কি যেন খেয়েছে। আর মিটিং করেছে। এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল। এটা শুরু– সামনে এমন ঘটনা আরও ঘটবে। সে জন্যও খালা প্রস্তুত রয়েছে। এরা আড্ডা শেষ করে দোকানের সমস্ত

খাবারের বিল দিয়ে চলে যায়, এরা অবৈধ টাকা আয় করে। এদের কাজকর্মে কোনো বৈধতা নেই। খাবার সকল মানুষের জন্য বানানো হয়। মানুষ তার সাধ্যমতো কিনে খাবে। এটাতেই মানুষের তৃপ্তি। হোটেলে বান্ধা কাস্টমার আছে। তারা এসে খেতে না পারলে ঝুমুরের কাছে খারাপ লাগে। বেলায়েত আর তার চেলা চামুণ্ডার জন্য এই হোটেল চালু করা হয়নি।

বেলায়েতরা সময়ের সৃষ্টি। সময় এদের ধ্বংস করে দিবে। সেই সময় পর্যন্ত ঝুমুরকে ধৈর্য ধরতে হবে।

বেলায়েত বলেছে, এই হোটেল আর এমন থাকবে না। ঝুমুর হোটেল হবে থ্রিস্টার মানের হোটেল। ঝুমুর থ্রিস্টার হোটেল। বেলায়েত সব ব্যবস্থা করবে। বেলায়েত মাতাল মানুষ। সে দিনকে রাত বানায় আবার রাতকে দিন বানিয়ে নিজের বিছানা নোংরা করে। এসব নর্দমার মানুষজনের কথায় কোনো মূল্য নেই।

ঝুমুর থ্রিস্টার হোটেল দিয়ে কি করবে। তার তো স্টারের কাজ নেই। সে যেমন আছে শান্তিমতো তেমনি ব্যবসা করতে চায়। আল্লাহর কাছে দোয়া করে যেন তার উপর হঠাৎ ঠাডা পড়ে।

এই হোটেলে আর কখনো যেন তার চেহারা না দেখে কিন্তু এসব হারামখোরদের উপর বদদোয়া কাজ করে না। এদের যত বদদোয়া করা হয় এরা আরও তাজা হয়ে উঠে। এদের অত্যাচার আরও বাড়তে থাকে।

বেলায়েতের লোকজন আজ এসে হোটেলের মেইন দরজা লাগিয়ে ভেতরে মাদকের আসর বসিয়েছে। মারিয়া ভয়ে কান্না করার মতো অবস্থায় আছে। খবর পেয়ে ঝুমুর দ্রুত ছুটে আসে। এই হারামখোর বেলায়েত বড়ো একটা অঘটন ঘটাবে। ঝুমুরের উপস্থিতি দেখে বেলায়েত হাসি দিয়ে বলে। তুমি চিন্তা কর না। তোমার কোনো লস হবে না। এই হোটেল আজ থেকে থ্রিস্টার মানে উন্নতি হয়েছে। তোমার বিল হবে থ্রিস্টার হোটেলের মানে। ঝুমুরের ক্ষমতা থাকলে সবগুলোকে জুতা দিয়ে পিটে হোটেল থেকে বের করত। কিন্তু সে খুব অসহায় তার কিছুই করার নেই। বেলায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহসও তার নেই। ঝুমুর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে বসে। মারিয়াকে ইশারা করে বাসায় চলে যেতে বলে। মারিয়া ক্যাশ গুছিয়ে বাসায় চলে যায়। ঝুমুর বসে বসে অবস্থা অনুমান করে এই অভিশাপ থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে থাকে।

বেলায়েতের মদের আড্ডা রাত দশটার পর শেষ হয়। ক্যাশে এসে ঝুমুরের সামনে এক বান্ডেল টাকা ফেলে দিয়ে বলল আজ থেকে এটা থ্রিস্টার। আমি সব ব্যবস্থা করছি। টাকা সবার কাছে প্রিয়, টাকার বান্ডেল ঝুমুরের চোখে ভালো লাগে হোক সেটা মাতালের টাকা, টাকার গায়ে কিছু লেখা থাকে না। এরা মাতাল মাতলামি করে ব্যবসার লোকসান করছে। মাতলামি করে টাকা ফেলছে। কিছু একটা না পেলে ঝুমুর হোটেল টিকবে কেমন করে। ঝুমুর টাকার বান্ডেল ড্রয়ারে রাখে। চিন্তা করে এরা সুস্থ হয়ে হয়তো এই টাকা আবার ফেরত চাইবে। চাইলে দিয়ে দিবে। তখন বলা যাবে যেন আর হোটেলে এসে মাতলামি না করে। সব জিনিসের কিছু ভালো দিক থাকে। অর্থ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। সব কাজের পেছনে ভালো কিছু অর্থ থাকে।

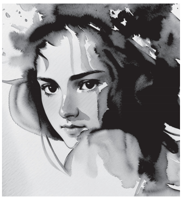

থানায় দু পক্ষের মামলা রেডি। পাল্টা পাল্টি মামলা হবে। অফিসার ইনচার্জ মামলা স্থগিত রেখেছে, লোকাল চেয়ারম্যান মধ্যস্থতার মাধ্যমে দুই পক্ষের মাঝে সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে। কয়েকবার তদন্ত করা হয়েছে। ছেলে এবং মেয়ে উভয় নিখোঁজ। তদন্তের রিপোর্ট জমা না দিলে মামলা চালানো সম্ভব হবে না। দুই পক্ষের মামলা নিয়ে দুই পক্ষকে হয়রানি করার কোনো মানে হয় না, প্রকৃত ঘটনা আগে জানা প্রয়োজন। ছেলে এবং মেয়ে যেহেতু নিখোঁজ রয়েছে এটাতে ভেজাল আছে। পুলিশ নিজেদের মতো কাজ করছে। সন্দেহজনক কিছু পেলে অবশ্যই পদক্ষেপ নিবে। শেষ পর্যায়ে মামলা চালু করা প্রয়োজন হলে মামলা চালু করবে। দুই পক্ষ এখন একে অপরকে দোষারোপ করে আসছে। কিন্তু কোনো খোঁজখবর কেউ পাচ্ছে না। এমন ঘটনা সাধারণত কখনো ঘটেনি।

তারেক তার কলিগের সাথে খুব সুন্দর সময় পার করছে। তারেকের গার্মেন্টস এক্সেসরিজের ব্যবসা। নিজে ফ্যাক্টরি চালায়। ফ্যাক্টরির কর্মচারীদের নিয়ে পিকনিক করে। সে পিকনিকে তারেক নিজেও ছিল। কক্সবাজার সেন্টমার্টিন ঘুরে আবার চট্টগ্রামে ফিরে। দীর্ঘদিন আনিসের সাথে থেকে আনিসের ব্যবসা দেখাশোনা করছে। আনিসের ব্যবসায় সময় দিতে তারেকের খারাপ লাগছে না। সব কিছু নিজের মতো মনে হচ্ছে। তারেকের নিজের চাকরি ছিল। চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে বিয়ে করতে এসেছিল। কোম্পানি এতটা ভালো ছিল না। ঠিকমতো বেতন দিতে চাইত না। বহু কষ্টে বিয়ের কথা বলে বেতন পরিষ্কার করে আদায় করতে পেরেছিল। বিয়ে করার উসিলায় এই একটি কাজ ভালো হয়েছে। সে কোম্পানির কাছে কিছু পায় না। সে চাকরি তারেক আর করবে না। আনিস সে চাকরি ছেড়ে আজ ব্যবসায়ী হয়ে গিয়েছে। তারেক চাইলে সেও পারবে। আনিস মানুষ হিসেবে অনেক ভালো। বন্ধু হিসেবেও ভালো, কলিগ হিসেবেও যথেষ্ট ভালো ছিল।

এমন মানুষের সাথে থেকে জীবন পার করে দেয়া যায়। লাভ লসের চিন্তা করতে হয় না। আনিস চাচ্ছে তারেক যেন তাকে সময় দেয় তারেকের মতো বিশ্বস্ত মানুষ পাশে থাকলে ব্যবসা আরও বাড়াবে। সব কিছু ঠিক থাকলে আনিস আরও একটি মেশিন কিনতে যাচ্ছে। চায়নাতে অর্ডার করা আছে সে মেশিন সেট করলে ফ্যাক্টরিতে কাজের চাপ অনেক বেড়ে যাবে।

তারেক নতুন মেশিন আর নতুন অফিসের জন্য অপেক্ষা করছে। আপাতত এখানেই কাজ করবে। এই লাইনে কাজ করার অনেক জায়গা আছে। আনিস পার্ট টাইমে তারেককে সুতার ব্যবসাটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। আস্তে আস্তে তারেক যদি সুতার ব্যবসাটা বুঝে যায় তাহলে তারেক আনিসের সাথে ব্যবসা করতে পারবে। তাতে এক সাথে থাকাও হলো নিজের আলাদা একটা ব্যবসাও চালু হলো। তারেক হিসেব করে দেখেছে আনিস যদি সব সুতা তারেকের কাছ থেকে কিনে তাহলে তারেকের আর কিছু করতে হবে না। সুতার লাভ দিয়েই তার সুন্দর মতো চলে যাবে।

একই ফ্যাক্টরিতে চাকরির পাশাপাশি ব্যবসা, এটা অনেক ভালো সুযোগ। নিজেকে গোছানোর জন্য ভালো একটি অফার। এই অফার হাত ছাড়া করা চলে না। যত যাই হোক তারেক আনিসকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। যা হবার এখানেই হবে। নতুন কাজ আর ব্যবসার ব্যস্ততায় তারেক সব কিছু ভুলে যায়। সে যে জেদ ধরে বিয়ের আসর থেকে চলে এসেছিল সে দিকের কোনো খবরই নেয়নি। বড়োই বিরক্তিকর পরিস্থিতি। বিয়ের সময় এমন আচরণ সহ্য করা যায় না। যা হবার হয়েছে। হেস্তনেস্ত না হলে এদের শিক্ষা হবে না। তারেক এখান থেকে আগে ভালো করে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠিত না হয়ে ফিরবে না। সেই কবুল পড়া বউ যদি অপেক্ষায় থাকে তাহলে ভালো না থাকলে তো গেলই। সে নিয়ে তার আর মাথা ব্যথা নেই। এমন পরিবার আর সমাজের মেয়ে জীবনের জন্য কখনো ভালো হবে না। ভালোয় ভালোয় কেটে গেলেই মঙ্গল। তবে বাড়ির মানুষদের টেনশনমুক্ত করতে হবে। এদেরও দোষ আছে। বিয়ে দেয়ার জন্য পাগল হয়েছিল। অন্যের ঘরের মেয়ে দিয়ে রান্না করার পায়তারা, এই আশাটা খুব খারাপ। যাচাই বাছাই না করেই মেয়ে ঠিক করে ফেলেছে। এখন বুঝতে পেরেছে মজা, নিশ্চয়ই মামলা হামলা নিয়ে বিশাল ফেসাদে আছে। আরও কিছু দিন থাকুক। শখ করে যেন আর কাউকে বিয়ে দিতে না চায়। যার যার বিয়ে সে তার নিজ গতিতে করবে এটাই ভালো।

তারেক আনিসকে বলেছে, সে আর কোথাও যাবে না। তার সাথেই থেকে যাবে। আনিস তারেকের জন্য প্রাথমিকভাবে একটি সেলারি ঠিক করে দেয়। কাজ আর ব্যবসা বুঝে গেলে এই সেলারি ডাবল হয়ে যাবে। ব্যবসা চালু হলে সাথে কমিশন যোগ হবে। খুবই ভালো সুযোগ। জীবন পরিবর্তন করার জন্য এর চেয়ে বেশি আর কিছু প্রয়োজন পড়ে না। বিয়ে করতে গিয়ে এই একটি কাজ ভালো হয়েছে। পালিয়ে না এলে জীবনে এই সুযোগটা কখনো আসত না, কোম্পানির চাকরি করে তাইরে নাইরে করে চলতে হতো। এই দিকটা হিসাব করলে তারেক তার শ্বশুরবাড়ির লোককে ধন্যবাদ দিতে পারে। এরা এমন কাণ্ড না করলে তারেক পালিয়ে এখানে আসত না। ভাগ্যটাও পরিবর্তন হতো না, টাকা পয়সা হোক, পরে না হয় গিয়ে তাদের খবরাখবর নেয়া যাবে। জীবনে টাকা হলে কোনো কিছুরই ঘাটতি থাকে না। বিয়ে একটার জায়গায় কয়েকটা করলেও সমস্যা হয় না।

আনিস তারেকের কাজ বুঝিয়ে দেয়। নতুন ফ্যাক্টরির দায়িত্ব তারেককে নিতে হবে। মেশিন খুব দ্রুত চলে আসবে এর মধ্যে কাজ বুঝে গেলে ফ্যাক্টরি চালাতে সমস্যা হবে না।

তারেকের মনে সাহস আছে, কোনো কাজই তার কাছে আর কঠিন মনে হয় না। ফ্যাক্টরির উপর তারেকের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজ চলছে, আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ সব ধরনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারেক চাইলে বিয়ে করে পরিবার নিয়ে থাকতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না। ফ্যাক্টরির কাছাকাছি থাকলে কাজের জন্য ভালো হয়। তাই আনিস তারেকের জন্য আলাদা বাজেট করে তার থাকার ব্যবস্থা ঠিক করে দেয়।

তারেক তার বিয়ের কথা বলেনি। আনিসকে বলেছে, কোম্পানি থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি। তুমি ভালো আছ তাই দেখতে আসছি, প্রয়োজনে বিনা বেতনে তোমাকে সাহায্য করব। তার পরেও সেই চাকরিতে আর যাব না। তারেকের কথা শুনে আনিসের মায়া হয়। আসলেই খুবই বাজে কোম্পানি, এসব জায়গায় চাকরি করার চেয়ে বেকার থাকা অনেক ভালো।

আনিস তারেককে বলেছিল ভরসা করে যখন এসেছ কিছু একটা হবে। চিন্তা নাই রিজিকের মালিক আল্লাহ। একসাথে মন দিয়ে কাজ করলে অবশ্যই ভালো কিছু হবে।

বহু দিন কাটার পর তারেক তার ভালো দিকগুলো নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছে। তার এখন সবই হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সামনে আরও ভালো কিছু হবে। এর নামই জীবন। জীবন এভাবেই পরিবর্তনের দিকে আগায়।

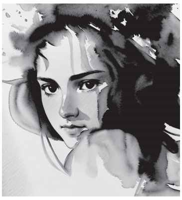

বেলায়েত কমিশনার ঝুমুর হোটেলে এসে হোটেলের মালিক ঝুমুরকে ডেকে এনেছেন। তার হোটেলে আজ একটি চুক্তি হবে চুক্তিতে ঝুমুরকে থাকা লাগবে। বেলায়েতের ক্ষমতার কাছে ঝুমুর অতি তুচ্ছ।

বেলায়েতের সাথে আজ মানুষ অনেক বেশি। সবার জন্য চা নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের মাঝখানে যিনি বসে আছেন তাকে ঝুমুর খুব ভালো করে চিনে। তিনি হলেন এই হোটেলের জায়গার মালিক। মুক্তার হোসেন এই এলাকার মানুষ। বেশ কিছু জায়গা জমি আছে। তবে নির্ভেজাল মানুষ। মুক্তার হোসেনকে বেলায়েত ধরে নিয়ে এসেছে। এটা বুঝতে বিশেষ জ্ঞানী হওয়া লাগে না। বেলায়েত খুবই খারাপ মানুষ। তার চেয়ে বেশি খারাপ অতিরিক্ত ক্ষমতা। এদের হাতে এখন অনেক বেশি ক্ষমতা। এরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

বেলায়েত কাজটা ঠিক করেনি। এই হোটেলের মালিক মুক্তার হোসেন তাকে ধরে আনা হয়েছে তারই হোটেলে। অন্যায় অবিচারের একটি সীমা থাকা উচিত। চক্ষুলজ্জা বলেও একটি ব্যাপার থাকে। ঝুমুর মুক্তার হোসেনকে দেখে ভীষণ লজ্জা পায়। মুক্তার হোসেন নিতান্তই ভদ্র মানুষ এবং দয়ালু। এই মানুষটির আন্তরিকতার কারণে ঝুমুর তার ব্যবসাটা দাঁড় করাতে পেরেছে। নানা বিপদে মুক্তার হোসেন তাকে সহায়তা করেছে। মুক্তার হোসেন তার নিজের জায়গায় বিপদের সামনে বসে আছে। ঝুমুর প্রকৃত ঘটনা কিছুই অনুভব করতে পারেনি। মনে মনে লজ্জা পাচ্ছে। সাহসের কারণে কিছু বলতেও পারছে না। বেলায়েত ইচ্ছা করলে যে কোনো মানুষকে ধরে এনে আটকিয়ে রাখতে পারে। তার সাথে উপর থেকে নিচে সব শ্রেণির মানুষের হাত আছে।

ঝুমুর কিছু না বুঝলেও মুক্তার হোসেন ঠিক অনুমান করতে পেরেছে। বেলায়েত এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তার উপর নমিনেশন কিনে কমিশনার

হয়েছে, তার প্রধান ধান্দা হলো দখলদারি, অন্যের সম্পদ জোরজবরদস্তি করে দখলে নেয়া তার মূল কাজ, বেলায়েতের পেছনে অনেক বড়ো মানুষদের হাত আছে। এরা বেলায়েতের মতো লোকাল ছিচকা মাস্তানদের মাধ্যমে অন্যের জমি কায়দা করে দখলে নেয়। পরে সে জমি প্ল্যান করে হাজার কোটি টাকার ধান্দা করে, ছোটো থেকে বড়ো সব নেতারাই এর ভাগ পায়। বেলায়েত হলো তাদের লোকাল এজেন্ট।

মুক্তার হোসেন যা বোঝার সবই বুঝে গেছে। তার এই জায়গায় বেলায়েত ও তার মাফিয়াদের নজর পড়েছে। জীবন নিয়ে ঘরে ফেরা হলো আসল, বেঁচে থাকলে জমিজমা ভোগ করা যাবে। মুক্তার হোসেন কিছু বলছে না। ঝুমুর তাকিয়ে ঘটনাটা বোঝার চেষ্টা করছে। বেলায়েত একটি প্ল্যান নিয়ে মুক্তারের সামনে বসে। বেলায়েত মুক্তারকে প্ল্যান দেখিয়ে বলে। এই ঝুমুর হোটেল হবে থ্রিস্টার মানের ইন্টারন্যাশনাল হোটেল। আমরা প্ল্যান পাশ করে নিয়েছি। এখন তুমি শুধু চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবা। মুক্তার বলল, আমি সবই বুঝতে পারছি, আমার কি করতে হবে বল। তেমন কিছু না। যদি কেচাল না বাড়ান তাহলে জায়গার দাম পঞ্চাশ লাখ। কেচাল করলে ত্রিশ, বাকি বিশ মামলা মোকাদ্দমার খরচ।

মুক্তার বলল, আমি মামলায় যাব না। মামলা করে কি আর হবে। বেলায়েত তার পরও তুমি চাইলে আইনের সহায়তা নিতে পার কারণ আইন বলে একটি কথা আছে।

মুক্তার : সেই আইন আমার পড়া শেষ।

বেলায়েত : তাহলে পঞ্চাশে ফাইনাল।

মুক্তার : আমি এই জায়গা যেকোনো সময় তিন কোটি টাকা বিক্রি করতে পারতাম। শুধু ঝুমুরের মুখের দিকে তাকিয়ে এটা বিক্রি করিনি। মুক্তারের কথায় ঝুমুর খুব লজ্জা পায়। ঝুমুর লজ্জায় তার মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মুক্তার বলল : উপকারের পুরস্কার আমি পেয়ে গেছি। তোমরা দয়া করে যা দিবা তা নিয়েই আমাকে ঘরে যেতে হবে।

বেলায়েত : মিয়া আমরা এত অবিবেচক না। দেশের উন্নতি হইছে জায়গার দাম বাড়ছে। তুমি এই জায়গা পনের লাখে কিনছ। আমরা তোমারে পঞ্চাশ দিচ্ছি। এতো কথা বলার তো দরকার নাই। টাকা বুঝে নাও দলিল দস্তখত কর।

বেলায়েতের সাথে রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মকর্তাদেরও যোগসাজশ আছে। দলিলপত্রের সব ধরনের উপকরণ তারা নিজেদের সাথে রাখে। মুক্তার হোসেনকে পঞ্চাশ লাখ টাকা বুঝিয়ে দিয়ে বেলায়েত দলিলের কাজ সমাধা করে ফেলে।

মুক্তার হোসেন চিন্তা করছে এখনো বেঁচে আছে হয়তো টাকাগুলো নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে জীবনটাও থাকবে না। জায়গা গিয়েছে মায়া নেই। জীবনের জন্য কেন যেন মায়া হচ্ছে। মুক্তার টাকার ব্যাগ হাতে নিয়ে হোটেলের বেঞ্চের উপর বসা, কি হলো সামনে কি হতে পারে সে নিয়ে চিন্তা করছে।

মুক্তার হোসেনের চিন্তার মধ্য দিয়ে হোটেলে দামি মিষ্টি আসে। সবাই মিষ্টি খায়। মুক্তার হোসেনও মিষ্টি খায়, মুক্তার হোসেন দুটি মিষ্টি মুখে নিয়ে খেয়ে শেষ করে, তবে এইগুলো মিষ্টি না অন্য কিছু সেটি বুঝতে পারেনি। সবাই খাচ্ছে তাই সেও খেয়েছে। মনে হয় জীবনের শেষ মিষ্টি খাওয়া তাই মিষ্টির স্বাদ এমন লাগছে। বেলায়েত আরও কিছু সময় নিয়ে সবার সাথে হিসাব শেষ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায়। বেলায়েতের সাথে তার দলবলও বেরিয়ে যায়। হোটেলে ঝুমুর বসা, আর অন্যদিকে মুক্তার হোসেন। এই হোটেলের মালিক এত দিন মুক্তার হোসেন ছিল। দুই মিনিট আগে যে এটা বিক্রি হয়ে গেছে এটা ঝুমুর স্পষ্ট বুঝতে পারছে। মুক্তার হোসেন কি মনে করে সে লজ্জায় ঝুমুর কিছু বলছে না। কয়েক মিনিট পার হওয়ার পর মুক্তার হোসেন বসা থেকে উঠে ঝুমুরের কাছে আসে।

মুক্তার ঝুমুরকে বলল। আমি আমার পাওনা পেয়ে গেছি। এখন জীবনটা পেলেই হয়।

ঝুমুর! বিশ্বাস করেন। ভাই আমি এসবের কিছুই জানি না। আমি এসবের মধ্যে নাই।

মুক্তারঃ সবই ঠিক আছে, ওরা যখন কোনো প্ল্যান করে তোমাদের মতো মানুষদের নিয়েই প্ল্যান করে। এখানে বলির পাঠা হলাম আমি। তোমরা সবাই ঠিক জায়গাই আছ।

ঝুমুর মাথায় হাত রেখে বলে কসম করে বলছি।

মুক্তার ঝুমুরকে থামিয়ে বলল, আপাতত এই টাকাগুলো তোমার ক্যাশে রাখ। হায়াতে বেঁচে থাকলে কাল সকালে তোমার কাছে থেকে নেবো।

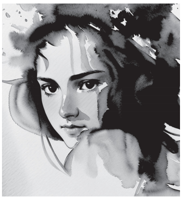

রাতারাতি ঝুমুর হোটেলের সাইনবোর্ড পরিবর্তন হয়ে নতুন নাম হয় ঝুমুর থ্রিস্টার হোটেল। নিচে লেখা হয় নির্মাণাধীন। ঝুমুর হোটেলের কাজ চলছে। হোটেলের সমস্ত জায়গা স্টিলের পাত দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে বড়ো কোনো কোম্পানি কাজ পেয়েছে। ভেতরে ঝুমুর হোটেল ঠিক আগের মতোই আছে। সামনে বড়ো গেইট হয়েছে, যারা খেতে আসে তারা গেইট পার হয়ে খেতে আসে। আগের মতো দূর থেকে হোটেল দেখার কোনো সুযোগ নেই। একান্ত পরিচিত কাস্টমার যারা তারাই আসছে। ভ্রাম্যমাণ কাস্টমার এর ভেতরে ঢোকার কোনো যৌক্তিকতা নেই। মানুষ ঝুমুরকে ভীষণ বড়ো ব্যবসায়ী মনে করছে। হোটেল ব্যবসা করে ঝুমুর প্রচুর টাকা কামিয়েছে। তার হোটেল এখন থ্রিস্টার রূপ নিচ্ছে। সফলতা যার আসে এভাবেই আসে। ঝুমুরের গরিব হোটেলের ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলছে এটা ঝুমুর অনেক আগেই দিশা পেয়েছে। কেটারিং ব্যবসাই তার এখন মূল ব্যবসা। হোটেল ব্যবসা এখন নাম মাত্র টিকে আছে। বেলায়েতের সাথে বোঝা পড়া না করে ঝুমুর হোটেল ব্যবসা ছাড়তে পারছে না। ঝুমুরের এই হোটেলে দশ লাখ টাকা এডভান্স দেয়া আছে। মুক্তার হোসেনের কাছে এডভান্স ফেরত চাওয়ার শক্তি ঝুমুরের নেই। মুক্তার হোসেন ধরে নিয়েছে ঝুমুর খুব লোভী মানুষ। ঝুমুর ইচ্ছা করে বেলায়েতকে নিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু ঝুমুর জানে তার মনে কি আছে। বেলায়েতরা সব সময় এমন অন্ধকারে শিকার করে। বেলায়েত ইচ্ছা করে ঝুমুরের টাকাটা না দিলে জোর করে আদায় করার কায়দা নেই। ঝুমুর উপায় বুদ্ধি খুঁজে না পেয়ে এমন অবস্থাতেই তার হোটেল চালিয়ে যাচ্ছে।

বেলায়েত সমস্ত জায়গায় বালি ভরাট করে সমান করে নিয়েছে। শুধু হোটেলের জায়গাটুকু এখনো অক্ষত রয়েছে। বেলায়েত কি চাচ্ছে সেটা বেলায়েত ছাড়া কেউ জানে না। এরা যে কতটা খারাপ হতে পারে অনুমান করা যায় না।

বেলায়েত কিছু দলিল আর কাগজপত্র নিয়ে ঝুমুর হোটেলে উপস্থিত হয়। বেলায়েতকে দেখে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে। হাসতে হাসতে ঝুমুরের পাশে গিয়ে বসে। ঝুমুরকে বলল ঝুমুর বেগম, আমার যা করার ছিল, করা হয়েছে। আমি মানুষের জন্য যা করি অন্তর থেকে করি। এটা তুমি এতদিনে অবশ্যই বুঝতে পেরেছ।

বেলায়েত দলিলপত্রগুলো ঝুমুরের সামনে মেলে ধরে বলল। নাও দস্তখত কর। নতুন এই প্রকল্পের মালিক একমাত্র তুমি। তুমি তোমার সম্পদ বুঝে নাও। ঝুমুর থ্রিস্টার হোটেল। মালিক ঝুমুর বেগম। আর আমরা হলাম তার সম্মানিত খদ্দের। বেলায়েত হা হা করে হাসতে থাকে। ঝুমুর কোনো কথার উত্তর দেয়নি। এমনকি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এত বড়ো খুশির খবরে তার কিছু যায় আসেনি। ঝুমুর শুধু বেলায়েতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বেলায়েত বলল, বড়ো আশ্চর্য মহিলা তুমি, পাঁচ কোটি টাকার প্রপার্টি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তুমি খুশি হওনি? ঝুমুর তাতেও কোনো কথা বলেনি। শুধু বলল, এই হোটেলে আমার দশ লাখ টাকা বায়না। সেই টাকাটা পেলেই আমি খুশি হই।

বেলায়েত আরও উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে বলল, বোকা মহিলা। কোটি টাকার সম্পদ হাতে পেয়েও মাত্র দশ লাখ টাকার মায়া ছাড়তে পারে না। মেয়েলোকের বুদ্ধি কাপড়ের গাইটে বান্ধা। মাথা কাজ করে না। বেলায়েত সমস্ত চুক্তিপত্র ঝুমুরকে বুঝিয়ে দেয়। দলিলে স্পষ্ট ভাষায় ঝুমুরের নাম লেখা আছে। এবং পাঁচ কোটি টাকা মূল্যে মুক্তার হোসেন থেকে কিনে নেয়া হয়েছে। সবই স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। ঝুমুর বেলায়েতকে বিদায় করার জন্য স্বাক্ষর করে দলিলপত্র বুঝে নিয়ে বাসায় ফেরে।

ঝুমুর গরিব ব্যবসায়ী এবং পরিশ্রম করা মানুষ। জীবনে তাকে কখনো লোভ স্পর্শ করেনি। আজও করছে না। বরং বেলায়েতের কাণ্ড কারবার দেখে অবাক হচ্ছে। ঝুমুর বুঝতে পারে যে বেলায়েত এক বসায় মুক্তার থেকে জমি দখল করে নিয়েছে। বড়ো কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া সে এই জমি দখলে নেয়নি। এবং তার উপরে অনেক বড়ো বড়ো মানুষের হাত রয়েছে। এই জমিতে শত কোটি টাকার খেলা হবে। এই সব কাগজপত্র বেলায়েতের সাজানো নাটক মাত্র। ঝুমুর বেলায়েতের কথায় লোভে না পড়ে বরং বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা শুরু করে। বেলায়েত লোকাল কমিশনার, এরা ছিঁচকা লেবেল থেকে উঠে আসা মানুষ। মাফিয়ারা এদের টেনে তুলে এদের দিয়ে কাজ বাগায়। ঝুমুর মাটি ও রাস্তার পাশের ধুলা বালি গায়ে মাখিয়ে টিকে

থাকা মানুষ। সে সহজে পরিবেশ বুঝতে পারে। মানুষের ভাষা এবং পরিবেশ পরিস্থিতি অনুমান করতে পারে।

ঝুমুরকে কৌশলে টিকে থাকতে হবে, বেলায়েতের সাথে বাদানুবাদে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বেলায়েতের মনে যা আছে সে তাই করবে। হোটেলের পরিবর্তে এদের মাথায় যে নকশা আঁকা আছে ঠিক তাই নির্মাণ হবে। মাঝখান দিয়ে মুক্তার হোসেন আর ঝুমুর বেগমের মতো কিছু মানুষ দাবার গুটি হিসেবে কাজে লেগে গেল। বেলায়েতের চিন্তা বাদ দিয়ে ঝুমুর ঘুমাতে যায়। হোটেলের দশ লাখ টাকার মায়া ছেড়ে দিলেই আপাতত ঝুমুর ঝামেলা মুক্ত। এই দশ লাখ টাকার জন্যই হয়তো বেলায়েত এত নাটক করছে। কিন্তু এই অবস্থায় দশ লাখ টাকা ঝুমুরের কাছে অনেক বেশি। টাকার মায়া বড়ো মায়া। বহু কষ্ট করে জমানো এই টাকা। প্রতিটা টাকার সাথে ঝুমুরের একটা করে স্বপ্ন বোনা রয়েছে। এই টাকা ঝুমুর সহজে ছাড়বে না। হালাল পথে রক্ত পানি করে ইনকাম করা টাকা। বেলায়েত চাইলেই এই টাকা মেরে দিতে পারবে না। ঝুমুরের সাথে ফাইনাল বোঝাপড়া না করে বেলায়েত এখানে কিছুই করতে পারবে না। ঝুমুর এর বাইরে আর কিছু চিন্তা করেনি। সে মন থেকে চায় যে ঝামেলা না করে হোটেলটা ছেড়ে চলে আসবে। বেলায়েত তার কাজ করবে। ঝুমুর খেটে খাওয়া মানুষ। আবার পরিশ্রম করে অন্য কোনো জায়গায় আরেকটি হোটেল খোলে বসে যাবে।

কয়েকদিন কাটার পর অর্ধ-মাতাল হয়ে বেলায়েত হোটেলে প্রবেশ করে। বেলায়েত হোটেলে প্রবেশ করার পর ঝুমুর মারিয়াকে বাসায় পাঠিয়ে দেয়। বেলায়েত সেটি লক্ষ করে।

বেলায়েত ঝুমুরকে বলল। আমি তোমার জন্য এত কিছু করলাম আর তুমি আমার সাথে বেইমানি কর। এর বিচার একদিন হবে।

বেলায়েতের কথায় ঝুমুর সামান্য ভয় পায়। বেলায়েত টলতে টলতে বলল। এই যে এখানে ঝুমুর থ্রি স্টার নামে এত বড়ো কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে এটা কার জন্য হচ্ছে। এই নামটা কে এখানে রেখে দিচ্ছে। কে তোমার নামে সব দলিল বানিয়ে দিচ্ছে। এই সব কিছুর মালিক তুমি। তুমি ছাড়া ঝুমুর আর এখানে কে আছে। আমি সব তোমার নামে দিয়ে দিলাম আর তুমি আমার সাথে বেইমানি কর। তুমি একটা বেইমান। আই হ্যাট বেইমান। বেলায়েত গ্লাসে পানি ঢেলে পানি খায়, বেলায়েতের চোখ টক টকে লাল হয়ে আছে।

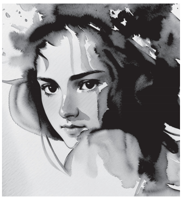

মাতাল অবস্থায় মানুষ চাইলেও মিথ্যা কথা বলতে পারে না। ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলার মতো অবস্থা থাকে না। ঝুমুর বুঝতে পারে যে এখানে তার নাম ব্যবহার হচ্ছে। ঝুমুর হোটেলের সাইন বোর্ড এক রকম আই ওয়াশ। সাধারণ মানুষ ধরে নিয়েছে ঝুমুর হোটেলের মালিক ব্যবসা করে অনেক বড়ো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছে সেটি কেউ কোনো দিন জানবেও না। মানুষ বুঝবেও না এই ঝুমুর হোটেলের আড়ালে কত সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

বেলায়েত প্রথমবারের মতো মাতলামি করে চলে গিয়েছে। মাতাল অবস্থায় অনেক কিছুর ইঙ্গিত দিয়ে গেছে। এরা বিশেষ স্বার্থ ছাড়া কিছুই করে না। এরা ঘটনার পেছনে ঘটনা সাজিয়ে রাখে। ঝুমুর একবার চিন্তা করে দশ লাখ টাকার মায়া বাদ দিয়ে বেলায়েতের হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে আসে। আবার চিন্তা করে না। এত সহজে যদি সবাই বেলায়েতকে ছাড় দেয় তাহলে এদের আগ্রহ আরও বেড়ে যাবে। হক হালালের টাকা বেলায়েতের ভয়ে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। এর শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। বেলায়েত নিজ থেকেই সব বলবে। ঝুমুর আগে থেকে কিছু বলতে যাবে না।

এক সপ্তাহ পর বেলায়েত বিল্ডিং এর ডিজাইন নিয়ে ঝুমুর হোটেলে উপস্থিত হয়। ঝুমুর তখন হোটেলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। বেলায়েত ঝুমুরকে তার কাছে ডেকে আনে। ঝুমুরকে নকশা দেখিয়ে বলে, এগারো তলা কমপ্লেক্সের প্রথম এবং গ্রাউন্ডে থাকবে পার্কিং এর ব্যবস্থা। একসাথে তিনশত গাড়ি পার্ক করা যাবে।

দ্বিতীয় তলা থেকে পঞ্চম তলা পর্যন্ত মার্কেট। ছয় তলা থেকে দশ তলা পর্যন্ত তোমার ঝুমুর হোটেল। থ্রিস্টার আবাসিক থেকে শুরু করে চাইনিজ বুফে এমনকি তোমার এই বাংলা হোটেলটাও সেখানে স্থান পাবে। বেলায়েত সমস্ত নকশা ঝুমুরকে দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে।

এর মধ্যে এগারো তলা একেবারে স্পেশাল সেখানে থাকবে সুইমিংপুল। হানিমুন স্যুট। এবং বিশেষ প্রমোদ গেস্টহাউজ। এটির মালিক শুধু বেলায়েত। এই ফ্লোরটি বেলায়েত তার শেষ স্ত্রীর নামে লিখে দিবে। সে স্ত্রী সেখানে থাকবে। বেলায়েত শুধু ফুর্তি আমোদ করবে।

বেলায়েত বলল, ঝুমুর বেগম তুমি কিন্তু আমাকে মন দিয়ে পছন্দ কর না, আমি মন দিয়ে তোমাকে এত পছন্দ করি তোমার জন্য প্রাসাদ তৈরি করছি। আহা, আমি এতো যে তোমায় ভালোবেসেছি! আর তুমি থাক দূরে দূরে। এত বড়ো সম্পদের মালিক হচ্ছ, তোমার চৌদ্দ প্রজন্ম বসে বসে খাবে। আর তুমি কি না শুধু চুপ করে তাকিয়ে থাক। তোমার উচিত খুশিতে লাফালাফি করা।

ঝুমুর বলল, আমার আনন্দ মরে গেছে। দুনিয়ায় কিছুতেই আমার আর খুশি লাগে না।

তোমার কি মরার বয়স হয়ে গেছে? শুনছি মরার আগে মানুষের কাছে দুনিয়া তিতা লাগে।

ঝুমুর বলল, তাহলে আরও আগেই মরে যাওয়ার কথা ছিল। তিক্ততা নিয়া বেঁচে আছি বহু বছর ধরে।

যাক, কাজের কথায় আসি, তোমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সকল কিছু বুঝায়া দিতে হবে। কারণ পাঁচতলা পর্যন্ত ডেভোলপার কোম্পানি নিবে। এগারো তলা আমার শেষ স্ত্রীর। আর মাঝখানে থাকবা তুমি। সব কিছু তোমাকে বুঝায়া দেয়ার আগে একটা অনুষ্ঠানের ব্যাপার আছে না।

ভালো কথা, তার আগে যেটা বেশি জরুরি সেটা হলো আমার সর্বশেষ স্ত্রী। তাকে তো আজ দেখতেছি না। যার জন্য মাঝখানের এত সব আয়োজন।

বেলায়েত ঝুমুরের দিকে তাকায়, ঝুমুর কথা না বোঝার ভান করে বেয়ারাদের ডাক দিয়ে বলে দ্রুত কাজ গুছা।

বেলায়েত বলল, আহা ঝুমুর বেগম, তুমি একদম বেখেয়াল। কি বলি শুনতেই চাও না। আমার যে শেষ স্ত্রী তোমার মারিয়া বেগম সে কোথায়? তার জন্যই তো এত স্বপ্ন এত স্বর্গের আয়োজন।

ঝুমুর গলা খাঁকিয়ে গলা পরিষ্কার করে। বেলায়েত আবার বলল, সে কই? তোমার ক্যাশ মেডাম। ঝুমুর বলল, অসুস্থ, বাসায় রেস্টে আছে। আহা

ডাক্তার দেখাও, সে অসুস্থ হলে চলবে নাকি। তাকে না দেখলে আমি পাগলের মতো থাকি। কি যেন নাই নাই মনে হয়। এই নাও হাজার দশেক টাকা আছে, দ্রুত চিকিৎসা করাও। এতো আয়োজন ভেসে যাবে নাকি।

ঝুমুর টাকাগুলো হাতে নেয়। বেলায়েত বলল। দেখ, ঝুমুর বেগম, তুমি আমাকে চেনো। আমিও তোমাকে চিনি। বিয়ে এর আগে আমি আরও করেছি কথা মিথ্যা না। এসব সত্য কথা আমি গোপন করি না। মন মতো পড়ে না। তাই সবাই টিকে না। পুরুষ মানুষ, মনের মতো সঙ্গী না পেলে জীবন পানসা লাগে। তোমার ক্যাশ মেডাম আমার সেই রকমের একজন সঙ্গী হবে, তুমিসহ সে সারা জীবন স্বর্গে বসবাস করবে। এই ঝুমুর কমপ্লেক্স এত এত আয়োজন সব তোমাদের জন্য। সব কিছু পরিপূর্ণ এবং অর্থবহ হবে আমার শেষ স্ত্রীর সাথে যখন আমার মধুর মিলন ঘটবে। তুমি যাও তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। আমার মন কিন্তু অস্থির হয়ে উঠে।

ঝুমুর টাকাগুলো নিয়ে সোজা বাসার দিকে চলে আসে। বেলায়েতের তাহলে এই মতলব। বেলায়েতের সকল উদ্দেশ্য ঝুমুর এখন ধরতে পেরেছে। এরা জন্মের খারাপ। কিছু মানুষের জন্ম হয় উল্টা রাস্তায়। বেলায়েতের মতো বেজন্মারা কীভাবে জন্ম নিয়েছে ঝুমুর সে নিয়ে চিন্তা করছে। এদের জন্মপরিচয় থাকার কথা না। এদের অপকর্মই সাক্ষ্য দেয় দুনিয়ার অমানুষদের অবাধ যৌন বাসনা মিটানো কোনো নারীর পেট থেকে খসে পড়া জারজ হলো এরা। এদের কোনো ধর্ম নেই। বিচার নেই। এরা যা কামনা করে তাই পেতে মরিয়া হয়ে উঠে।

ঝুমুর বাড়ি যেতে যেতে চিন্তা করে এই খবর কোনো ভাবেই মারিয়াকে দেয়া যাবে না। অসহায় একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে দেয়া যাবে না। বেলায়েত মনে করেছে অন্য দশটা মেয়ে মানুষের মতো লোভে পড়ে তার দেয়া টোপ গিলে বড়শির মধ্যে ঝুলে জীবন ধ্বংস করার জন্য তার কথামতো খুশিতে নাচতে থাকব, ঝুমুর এতো বোকা মেয়ে নয়। সে জানে দুনিয়াটা কেমন, খুব কাছ থেকে দুনিয়া দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে। মারিয়াকে আর কখনো হোটেলে পাঠানো ঠিক হবে না। হোটেল গেছে যাক। মুক্তারের জমি যে দিকে গেছে তার দশ লাখও সে দিকেই যাবে। মাঝ খান দিয়ে এই অসহায় মেয়েটার জীবন নষ্ট করতে দেয়া যাবে না। এই মেয়েকে যে করেই হোক রক্ষা করতে হবে। ঘর ছাড়া মেয়েগুলোর জন্য দুনিয়া স্বাভাবিক থাকে

না। প্রতিটা পরতে এদের জন্য দানব অপেক্ষা করে। আর যাই হোক, বেলায়েতের মতো মানুষ কখনো মারিয়ার যোগ্য হতে পারে না। এরা দুদিন ফুর্তি আমোদ করে মেয়েটাকে হয়তো মেরেই ফেলে দিবে। এদের কাছে মানুষের জীবন খুবই তুচ্ছ। ঝুমুর চিন্তাভাবনা করতে করতে বাড়ি ফিরে।

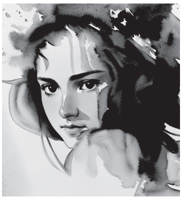

ঝুমুর মারিয়াকে নিয়ে খুব টেনশনে পড়ে। বেলায়েতের চোখ শুকুনের চোখ একবার নজর দিয়েছে তো মারিয়ার জীবন শেষ না করে ছাড়বে না।

বেলায়েত কিছু দিন আগেও একটি বিয়ে করে। সে বউয়ের কাটা দেহ রেল লাইন থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। বেলায়েত নানাভাবে অনেক মেয়ের জীবন ধ্বংস করেছে। এর নজর থেকে আপাতত মারিয়াকে দূরে সরানো উচিত। এদের চোখে সমস্যা সব খিদা এদের চোখে। এমনিতে খারাপ মানুষ তার উপর যৌনবিকৃত। এদের নজর থেকে বেঁচে থাকাও কষ্ট। দুনিয়াতে এদের মতো মানুষ কম নেই। যে করেই হোক মারিয়াকে এখান থেকে সরাতে হবে।

ঝুমুর মারিয়াকে বলল, তোর কি বাড়ি ফেরার কোনো চিন্তাভাবনা আছে। মারিয়া উত্তর দেয় মরে গেলেও না। ঝুমুর বলল, মরা তো এত সোজা না। বহু কষ্ট সহ্য করেও মানুষ যমের সাক্ষাৎ পায় না। যম যে তোর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে সেটাতো বুঝতে পারলি না।

তোকে কিছুদিন দূরে কোথাও সরিয়ে রাখতে হবে। এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই।

আমি তোমাকে ছাড়া থাকব না। তুমি যেখানে যাবা আমিও সেখানে যাব। ঝুমুর ধমক দিয়ে বলল, এখন সময়টা খুবই খারাপ আমার সাথে তোর থাকা সম্ভব হবে না। বড়ো ধরনের বিপদ হবে তুই চাইলে তোর পছন্দ মতো যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারিস। আমার পছন্দের কোনো জায়গা নেই। তুমি যেখানে যেতে বলবে আমি সেখানে যাব। নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে আর বিপদে পড়তে চাই না। ঝুমুর মনে মনে বলল, আহারে বিপদ! কিছু মানুষের জন্মই হয় বিপদ মোকাবিলা করে বেঁচে থাকার জন্য।

–মারিয়া জানতে চাইল। নতুন করে কি হয়েছে?

অনেক কিছুই হয়েছে। যেটা বাকি আছে সেটাই মহা বিপদ। এই বিপদে পড়ার কোনো মানে হয় না। এখন আমার উচিত যে-কোনো উপায়ে তোকে দুরে কোথাও পাঠিয়ে দেয়া। তুই এখানে থাকলে আমাকেও বিপদে ছাড়বে না। আজকের মধ্যেই যা করার করতে হবে। মারিয়াকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করে। ঝুমুর হোটেলে গিয়ে দেখে বেলায়েত বসে আছে, বেলায়েতকে খুব খুশি মনে হচ্ছে। বেলায়েত ঝুমুরকে বলল কি খবর ঝুমুর কমপ্লেক্সের মালিক। তোমার ক্যাশ ম্যানেজার কই। তার জন্য অপেক্ষা করছি।

ঝুমুর বলল দু একদিন লাগবে সুস্থ হতে। ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ দিয়েছি। দুদিন গেলে সেরে যাবে। ঝুমুরের কথায় বেলায়েত খুশি হয়। ঝুমুরের কাছে এসে বলল, কাল তাহলে শপিং সেরে ফেলব। এসব কাজে দেরি করতে হয় না। তোমার জন্য দামি একটা লেহেঙ্গা পছন্দ করে রেখেছি। চাইলে স্বর্ণ গয়নাও নিতে পার। ঝুমুর লক্ষ করছে বেলায়েতের লোভ দেখানোর কায়দা খুবই উন্নত। যে কোনো মেয়ে মানুষ তার কথায় লোভে পড়ে নিজেকে বিকিয়ে দিবে।

বেলায়েত বলল, আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান হবে হোটেল রেডিসনে। কিছু ভিআইপি গেস্ট থাকবে আমার। ঝুমুর মনে মনে বলে এর জন্যই তোর মারিয়াকে লাগবে। হারামির বাচ্চা! ঝুমুরের খুব রাগ উঠে। তার শরীরে শক্তি থাকলে বেলায়েতকে এখনই দেখে নিত। বেলায়েত বলল, বিয়েটা হয়ে গেলে পরের সপ্তাহে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তোমার পাঁচতলা তোমার হাতে বুঝিয়ে দেয়া হবে। সব ধরনের কাজকর্ম তখন থেকে তুমিই তদারকি করবে। ঝুমুরের হাসতে মন চাচ্ছে কিন্তু হাসি বের হচ্ছে না। এরা না জানি কত মেয়ে মানুষের জীবন এভাবে ধ্বংস করে দিয়ে আসছে। মানুষকে আশা ভরসা আর লোভ দেখিয়ে মানুষের জীবনটা নিয়ে নেয়ার মতো অন্যায় আর কিছুই হতে পারে না। এটা খুবই নির্মম। এই মানুষগুলোও খুবই নির্মম।

বেলায়েত ঝুমুরকে বলল, তাহলে কাল বিকালে আমরা মার্কেটে যাচ্ছি। তোমার যা যা পছন্দ তার একটি লিস্ট করে নিয়ে আইসো। সব ঠিক করে বেলায়েত হোটেল থেকে বিদায় হয়। ঝুমুর মনে মনে চিন্তা করে দুনিয়াটা এদের জন্য কত সস্তা। এরা যখন যা চায় তাই করতে পারে। যখন যাকে চায় তাকেই ভোগ দখল করতে পারে। ঝুমুর আর হোটেলে বসেনি। তার ছেলেকে হোটেলে বসিয়ে ঝুমুর বাসায় ফিরে। কি করবে চিন্তা করছে। জলে

বাস করে কুমিরের সাথে শত্রুতা করা বোকামি, কৌশলে সরে যাওয়াই ভালো। মারিয়াকে দূরে সরিয়ে দিলে ঝামেলা অনেকটা কমে যাবে।

ঝুমুর বহু চিন্তা করে পাখিকে ফোন দেয়, হ্যালো পাইক্কা আমি তোর খালা। পাখি বলল, আহা খালা তোমার নাম্বার কি মুছা যায়। সেইভ আছে তো। আমি তো নিমু হারামি না কি বলবা বল পাইক্কার জান তোমার জন্য সব সময় কুরবানি দিতে পারে।

পাখি, তুই যেভাবেই পারিস আমার সাথে দেখা কর, সময় বেশি নাই।

খালা ট্রিপ নিয়ে যাচ্ছি গাড়িতে তো–

তোর গাড়ি এখন বড়ো হইলো?

–খালা গার্মেন্টসের সুতা, তাই জরুরি।

সুতার গুল্লি মার। তোর খালা তোকে দেখা করতে বলেছে, তোর হাতে দুই ঘণ্টা সময়। ঝুমুর ফোন কেটে দেয়। পাখি এখন বড়ো টেনশনে পড়ে। এই দিকে নতুন পার্টির নতুন চালান। ঐ দিকে খালা। খালা দেখা করতে বলেছে। খোদা যখন পাখিকে একা করে দেয়, খাবারের জন্য কোনো ব্যবস্থা তার ছিল না তখন এই খালা তাকে ডাক দিয়ে কাছে নেয়। ঝুমুর খালা না হলে এই পাখি হয়তো বেঁচে থাকত না। পাখির শরীর খোদা দিয়েছে কিন্তু এই শরীরে খাবার দেয়াইছে খালার হাত দিয়া। পাখির সমস্ত শরীর, খালার কাছে ঋণী। খালা ডেকেছে তার ডাকে সাড়া না দিলে নিজের আত্মার সাথে বেইমানি করা হবে।

পাখি চলন্ত লড়ি জায়গায় ঘুরিয়ে গাজিপুরের দিকে রওয়ানা দেয় চিটাগাং রোড থেকে গাজিপুর যাওয়া কম ঝামেলা নয়, কিন্তু পাখিকে যেতে হবে, মালিক ফোন দিলে ধরবে না, সারা রাত গাড়ি টেনেছে, মালিক মনে করবে কোথাও গাড়ি রেখে ঘুম দিয়েছে। মালিকরা তাদের মালের নিরাপত্তা চায়, দেরি তেমন কোনো বিষয় না। মালিকের মাল নিরাপদ থাকবে। আপাতত খালার কাছে যাওয়া যাক।

পাখি দুই ঘণ্টার মধ্যেই বিশাল লড়ি নিয়ে খালার বাড়ির গলির মুখে মেইন রাস্তায় পৌঁছে খালাকে ফোন দিয়ে বলে তোমার পাইক্কা হাজির। গলির মুখে আস।

পাইক্কা আমার মন ভালো নাই তুই তর গাড়ি ফেলে বাসায় আয়, পাখি গাড়ি থেকে নেমে বাসায় যায়। ঝুমুর খালার পা ছুঁয়ে সালাম করে, পাখি

এখন আরও অনেক তরতাজা হয়েছে। আরও লম্বা হয়েছে, দেখলে কেমন ভয় করে। পাইক্কা তুই আর কত লম্বা হবি!

খালা সবই তোমার হোটেলের খাওয়ার গুণ। আমি তো মনে করতাম না খেয়ে মরেই যামু। তোমার খাবারের যে শক্তি এই দেখ কত বড়ো হইছি, বিশ টনের লড়ি উড়াইয়া টানি, আমার কলিজা কাঁপে না।

খালা বলল, মাশাল্লাহ পাখি, আমি তোর জন্য দোয়া করি তুই আরও বড়ো হবি।

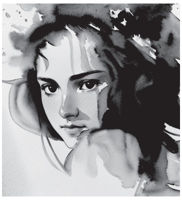

খালার অবস্থা দেখে পাখি অনুমান করতে পারে যে খালা কোনো সমস্যায় পড়েছে। পাখি বলল, খালা তোমার কোনো সমস্যা? বড়ো কোনো সমস্যা হলে আমাকে বল, খালা বলল, তেমন বড়ো কিচ্ছু নয়, তুই আরাম করে ঘরে বস, আমি সবই বলব।

খালার কথায় পাখি শান্ত হতে পারেনি। পাখি বলল, তোমার ব্যবসায় কোন ঝামেলা হয়নিতো। কেউ কোনো ক্ষতি করে নাইতো! এমন হলে শুধু দেখিয়ে দিবা খায়া ফালামু। এই পাখি এখন আর কাউকে টেক্স দিয়ে চলে না। মানুষ খাওয়া আমার কাছে ওয়ান টুর ব্যাপার। সন্ত্রাসীরা মানুষ খাইলে চিহ্ন থাকে এই পাইক্কা কাউরে খাইলে কোনো হদিস থাকে না।

পাখির কথায় খালা কিছুটা ভরসা পায়।

পাখি ছোটোবেলা থেকে নেশা করত নেশা করলেও তার মধ্যে কিছু নৈতিকতা ছিল। এক কথার মানুষ। কথা কাজে কখনো গরমিল করেনি। এই পাখি ঝুমুরের হাতে মানুষ হয়। তার যখন থাকা খাওয়ার জায়গা ছিল না তখন ঝুমুর তাকে আশ্রয় দিয়ে দুবেলা খাবার দিয়েছিল। পাখির শখ সে দুনিয়া ঘুরে দেখবে। দুনিয়াটা দেখার তার খুব ইচ্ছা, তাই সে গাড়ি চালানোর কাজে মন দেয়। হোটেল ছেড়ে গাড়ির হেলপারিতে যোগ দেয়। দিনে দিনে আজ সে পাক্কা ড্রাইভার, অনেক বড়ো গাড়ি চালায় সেই ছোটো পাখি সে নিজেও এখন অনেক বড়ো, খালার খুবই বিশ্বস্ত ছেলে এই পাখি আজ বিপদের সময় খালা আবার পাখিকে স্মরণ করে।

খালা পাখিকে বলল, তোকে জরুরি ডাকার কারণ হলো আমার একটি বোনের মেয়ে আছে ঘরে। কিছুদিন ধরে আমি ও সে একটি কঠিন বিপদে আটকে যাই। কিছু দিনের জন্য তাকে সরাতে হবে। দূরে কোথাও নিয়ে রাখতে হবে। তুই ছাড়া আমার তো সে রকম কেউ নেই, তাই তোকে ডেকে আনলাম।

পাখি বলল দূরের যাত্রাইতো করলাম দ্রুত গাড়িতে তুলে দাও নিয়ে যাই।

খালা বলল, ফাইজলামি না। এটা আমার আমানত। আশা করি সে খুব নিরাপদে থাকবে। যেমনটা আমার কাছে ছিল। পাখিকে তুমি লজ্জা দিলা। পাখির কাছে তোমার মেয়ে মায়ের আশ্রয়ের মতো থাকবে। নেও ওয়াদা দিলাম। পাখি ওয়াদা করলে খালার আর চিন্তা থাকে না।

মারিয়াকে ডেকে এনে বলল, এর নাম পাখি, তোর ভাই, তুই তার কাছে নিরাপদে থাকবি। এই দিকের অবস্থা ভালো হলে তোকে আবার নিয়ে আসব। চিন্তা করিস না। তোর জন্য এটাই মঙ্গল।

খালা পাখিকে বলল, পারলে কোনো কাজে লাগিয়ে দিস খুব ভালো মেয়ে কাজ করে খেতে তার কোনো লজ্জাবোধ নেই।

সে নিয়ে তুমি ভেব না। আমি যে মালিকের গাড়ি চালাই সে খুব ভালো মানুষ, সুতার ব্যবসা করে। তার কাছে কাজের অভাব নেই। খুবই নিরাপদ জায়গা। নিয়েই কাজে ঢুকিয়ে দেবো।

খালা মারিয়াকে দ্রুত তৈরি হয়ে পাখির সাথে গাড়িতে উঠতে বলে। পাখি বলল, জলদি কর খালাতো বইন। মাল নিয়ে জলদি জলদি পৌঁছাতে হবে।

বিদায় বেলায় মারিয়ার সামান্য মন খারাপ করে, খালা বলল মন খারাপ করিস না। এখানে তোর ভয়াবহ বিপদ। জানি না সামনে আমার কি হয়। তোর সাথে যোগাযোগ থাকবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাকে ফোন দিস, কোথাও কোনো ঝামেলা মনে হলে আমাকে জানাবি আমি সব ঠিক করে দেব।

পাখি বলল, এই পাইক্কা ভাই থাকতে তোমার আর ঝামেলা নাই। জন্মের পর মা বইন দেখি নাই, বইন যখন ডাকলাম, এই পাইক্কা বাইচ্চা থাকতে তোমার আর কোনো সমস্যা হইব না। এখন জলদি গাড়িতে উঠো।

মারিয়া ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে গিয়ে পাখির সাথে বসে, পাখি খালাকে সালাম দিয়ে বলল, দোয়া কইরো খালা আল্লাহর নামে ছুটলাম। বইন ভরসা করে বইসো। গাড়ি একশ একশ চলব। কিছুতেই ভয় কইরো না। এই পাইক্কা ভাই আজ থেকে তোমার পাশে।

পাখি গাড়ি স্টার্ট করে তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। গাজিপুর পার হওয়ার পর মারিয়া জিজ্ঞেস করল,

পাখি ভাই আমরা এখন কোথায় যামু। পাখি উত্তর দেয় ভাই যেখানে ভাইয়ের বোনও সেখানে যাইব।

তয় প্রথমে তোমারে চট্টগ্রাম নিয়ে যাব। ধরো রাস্তা ফ্রি থাকলে কাল সকালের মাঝে পৌঁছায়া যাব। পথে মাঝে মাঝে বিরতি আছে, খানা-পিনা আছে, তুমি এসব নিয়ে চিন্তা কইরো না। তুমি আমার বইন। তোমার কোনো ক্ষতি হইব না। বরং যেখানে নিয়া যাব খুব ভালো থাকবা, নিরাপদে থাকবা, সেখানের লোকজন খুব ভালো। তিন মাস ধরে তাদের মাল টানতেছি। তাদের সাথে উঠাবসা করি খুবই ভালো মানুষ। ওরা আমাকে খুব ইজ্জত করে। বিশ্বাসও করে। কোটি টাকার মাল দিয়ে আমাকে একা ছেড়ে দেয়। বোঝ না বইন, দুনিয়াটা চলে নীতির উপরে। বাস্তব জীবনে তুমি যাই কর তোমার একটা নীতি থাকা লাগবো। নীতি নাই তো তোমার কিছুই নাই। এই পাখি টিকে আছে নীতির উপরে। চল, বইন যখন ডাকছি আস্তে আস্তে সবই টের পাবা।

গাড়ি সোনারগাঁও মেঘনা ঘাটের কাছে গিয়ে বিরতি নেয়, রাত নয়টা বেজে গেছে, গাউছিয়া হোটেল পাখির খুবই পরিচিত। তাদের খাবারের মানও ভালো। হোটেলে ঢুকেই বলল। ছোটো বোন নিয়ে আসছি। সব স্পেশাল খাবার চলবে।

পাখির পছন্দের সব খাবার আসে। মারিয়া আর পাখি তৃপ্তি নিয়ে খাবার শেষ করে। পাখি বলল, বুঝলা বইন, গাড়ি চালালে ভালো খেতে হয়। পরিমাণমতো রেস্ট নিতে হয়। আমি এখন ঘণ্টা খানেক রেস্ট নেব তুমি যা ইচ্ছা এখান থেকে খাবা কোনো লজ্জা নাই।

পাখির রেস্ট নেয়া শেষ হলে দশটার পর পাখি আবার গাড়ি টান দেয়, কুমিল্লা অঞ্চলে ভালো জ্যাম পড়ে, ফেনীর বারিয়ার হাট পৌঁছাতে তাদের রাত চারটা বেজে যায়, বারিয়ার হাট ট্রাক ড্রাইভারদের জন্য খুবই ভালো একটি জায়গা, খাবার দাবারের জন্য এই বারিয়ার হাট দেশ বিখ্যাত।

বারিয়ার হাটে সব রকমের পাখির মাংসের কালা ভোনা পাওয়া যায়। পাখি চিন্তা করল। তার বোন মারিয়াকে সে বালি হাঁসের মাংস দিয়ে ভাত খাওয়াবে। পাখি মারিয়াকে বলল তুমি কোন পাখির মাংস খেতে বেশি পছন্দ কর? মারিয়া প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে পাখি বুঝিয়ে বলল, আরে পাখি বলতে পশু পাখি, এখানে সব ধরনের পাখির মাংস পাওয়া যায়। মারিয়া

হেসে উঠে। আরে হাইসো না ঝুমুর খালা আমার নাম দেয় পকূন, পকূন থেকে পাইক্কা, পাইক্কা থেকে পাখি। এখন পাখি বলতেই মানুষ হাসে। আমার তো মা বাবা নাই– তাই তারা নাম দিতে পারে নাই। খালা যেহেতু এই পাখি নামটা ঠিক করছে এটাই এখন আমার নাম। চল দেখি আজ কোন কোন পাখির মাংস পাওয়া যায়।

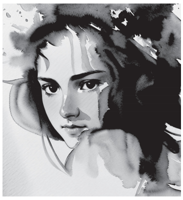

পাখির গাড়ি চট্টগ্রাম পৌঁছায় সকাল নয়টায়, মারিয়া সারারাত কিছুটা ভয়ের মধ্যে ছিল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে তার মনের ভয় অনেকটা কেটে যায়। পাখিকে ভাই হিসেবে মানতে তার কোনো আপত্তি নাই। পাখি মানুষ ভালো এবং অনেক আন্তরিক। খালা বলেছে পাখির কাছে সে নিরাপদে থাকবে, পাখি নিজেও মারিয়াকে সে কথা বলে আসছে। চলার পথে মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়, সবাইকে অবিশ্বাস করলে চলে না। পাখি বিশ্বাস করার মতো মানুষ, তার চরিত্রে সরলতা আছে মানবতা আছে, ভ্রাতৃত্ববোধ আছে। মারিয়া এখন খুব নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে। পাখি যেখানে নিয়ে যাবে তার সাথে যেতে আর কোনো সংকোচ নেই। সকাল দশটার মধ্যে পাখি মাল নিয়ে ফ্যাক্টরির সামনে পৌঁছায়, ফ্যাক্টরিতে দুদিন ধরে সুতার জন্য কাজ বন্ধ, ফ্যাক্টরির ছেলেরা গাড়ি আসাতে সবাই বের হয়ে গাড়ির বাঁধ খুলতে শুরু করে। পাখি দ্রুত চালান বুঝিয়ে দিয়ে গাড়ির বাঁধন খোলে দেয়। খুব কম সময়ে গাড়ি থেকে সুতা আনলোড করে। প্রয়োজন মতো সুতা সুতার মেশিনে চলে যায়। এবং ফ্যাক্টরির মেশিন চালু হয়।

–পাখি উপরতলায় তার বসের অফিসে যায়। বস একটি ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে হাতের কাছের মোবাইল ফোনে গান শুনছিলেন ‘আমি এতো যে তোমায় ভালোবেসেছি’। পাখির উপরে উঠার শব্দে বসের চোখ খুললে পাখিকে দেখে গানটি থামিয়ে জানতে চায়– কিরে পাখি দেরি কেন? পাখি বলল বস রাস্তায় প্রচুর চাপ গাড়ি টানতে পারি নাই। বাম্পারে বাম্পারে ঠেকায়া টানতে হইছে, মেশিন চালু হইছে তো? মেশিন চলছে বস। বস একটা কথা ছিল, বস বলল, ছুটি পাবি না। কখন কোথায় যাওয়া লাগে ঠিক নাই। নতুন মেশিন নতুন ফ্যাক্টরি সবই নতুন, তোরা সবাই যদি মন না লাগাস তাহলে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। ব্যবসাটা দাঁড়া করাতে পারব না।

ছুটি লাগব না বস, আমার এক ছোটো বোন ছিল গাজিপুরে খালার কাছে তাকে নিয়ে এসেছি। আপনার এখানে তো অনেক কাজ থাকে রান্না বান্না, চা নাস্তা ভালো মেয়ে মানুষ না হলে এসব তো চলে না। তাই এখানেই নিয়ে এসেছি। ফ্যাক্টরিতে মেলা কাজে আসবে।

তোমার বোনকে ভরসা করে নিয়ে এসেছ সে আমাদের মেহমান, তাকে কাজ করতে হবে কেন? এমনিতেই থাকতে পারবে, কত জায়গা পড়ে আছে।

না স্যার, সে কাজ পছন্দ করে, কাজের কথা বলেই এনেছি, আমি তাকে নিয়ে আসি। আপনি একটা ইন্টারভিউ নিয়ে যে কোনো একটা কাজে লাগিয়ে দেন, চোখ বন্ধ করে কাজ করবে।

যাও নিয়ে আস। পাখি দৌড় দিয়ে নিচে নেমে মারিয়া ও তার ব্যাগ গাড়ি থেকে নামায়, মারিয়াকে বলল, আর চিন্তা নাই কাজ হয়ে গেছে, বললাম না, বস খুব ভালো মানুষ। এমন মানুষ হয় না। কাজ পাক্কা, যত জীবন কাজ করার ইচ্ছা এখানে করে খেতে পারবা।

চল আমার সাথে উপরে চল। তারা দুজনে বসের রুমে উঠে আসে। পাখি হাত থেকে ব্যাগ নামিয়ে রেখে বলে বস, আমার ছোটো বোন। সালাম দেও, মারিয়া আস্তে করে সালাম দেয়।

পাখির বস হঠাৎ করে এক রকম ধাক্কার মতো খেয়ে সোজা হয়ে বসে। একবার পাখির দিকে তাকায় আরেকবার মারিয়ার দিকে তাকায়।

পাখি হাসি দিয়ে বলে জি বস ছোটো বোন।

ওকে ঠিক আছে, আপনি বসেন। পাখি তুমিও বসো, সে কি আসলেই কাজ করবে?

জি বস, এছাড়া উপায় কি! আপনি না রাখলে আমাকে তার জন্য গার্মেন্টস খুঁজতে হবে কাজ তো করতেই হবে।

না না, গার্মেন্টস কেন? তোমার বোন তো অনেক ভদ্র শান্ত, তার জন্য গার্মেন্টস ভালো হবে না।

আমি তো বস আপনার কথা চিন্তা করে নিয়ে এলাম। বাইরে বাইরে খান। অফিসে তো একজন রান্না করার মানুষ হলে অনেক ভালো হয়।

তোমার বোন কি এই কাজ করবে? কেন করবে না। এর আগে তো রেস্টুরেন্টে কাজ করত।

ওহ আচ্ছা! দেখি ওনি কি বলে, আপনি কি পারবেন? রান্নাবান্না পারেন? খুব বেশি চাপ হবে না হালকা পাতলা চা নাস্তা মাঝে মধ্যে ডাল ভাতের

আয়োজন করবেন। তাও আমরা এই দুই-তিন জনের, মাঝে মধ্যে আমার এক ফ্রেন্ড থাকবে আমাদের সাথে।

মারিয়া বলল, আয়োজন থাকলে পঞ্চাশ জনের রান্না করতেও সমস্যা হবে না।

বস হাসি দিয়ে বলল, এত মানুষ হবে কেন, আপনি আমাদের জন্যই রান্না করবেন। তাহলে আমাদের আর খাবার নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। যাও পাখি তোমার বোনকে ভালো দেখে একটি রুম দেখিয়ে দাও্ আপাতত ফ্রেশ হোক। কিচেনটা তুমি ভালো করে পরিষ্কার করে তাকে দেখিয়ে দিয়ো। আজ রান্না করতে হবে না। পারলে চা বানাতে বলবা। বিকালে বাজার করার ব্যবস্থা কর। ফ্রিজে লাইন নেই লাইন দাও।

পাখি বলল, আর চিন্তা নাই বস, আমি বইনকে সব বুঝিয়ে দেব।

আর শোন, আপাতত দশ দেবো, কয়েক মাস গেলে বাড়ায়া দেবো, চলবে তো। বস যে কি বলেন। নিরাপদে থাকবে বেতন না দিলেও চলত।

না, তা হয় নাকি অবশ্যই বেতন পাবে।

পাখি খুশি মনে মারিয়াকে নিয়ে পাশের একটি রুমে নিয়ে যায়,– বড়ো প্ল্যান করে বানানো ফ্যাক্টরি। সব বড়ো বড়ো রুম এটাচ বাথরুমসহ, তোমার কোনো সমস্যা হবে না। এখানে আরও দু জন আয়া আছে জমিলা খালা আর লাবনি খালা। তারা ঝাড়া মুছার কাজ করে তুমি চাইলে এদেরকেও ডেকে এনে কাছাকাছি রাখতে পারবে। ওরা নিচতলায় স্টোর রুমে থাকে। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা মেশিন চলে, তাই কেউ না কেউ থাকেই। তোমার কখনো একা লাগবে না। সময় ভালোই কাটবে। তাছাড়া আমি তো আছিই। ট্রিপ না থাকলে আমিও নিচেই ঘুমাই। তারেক চেয়ারে হেলান দিয়ে চিন্তা করে মানুষ দুনিয়ায় অনেক ধরনের সংকটের মধ্যে থাকে। এত চমৎকার একটি মেয়ে সে এসেছে কাজ করে বেঁচে থাকতে। রান্নার কাজ করবে। কি আর করা।

পাখি মারিয়াকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। তারেক পাখিকে ডাক দেয়, পাখি দেখে যা–

বলেন বস–

–তোর বোনের কোনো সমস্যা হবে না তো! সব বুঝিয়ে দিয়েছিস?

জি বস্, আর চিন্তা নাই। আমি নিজেও এখন নিশ্চিন্ত।

যা রেস্ট নে গিয়ে। ফোন খোলা রাখিস যে কোনো সময় ট্রিপ হতে পারে। ওকে বস আমি তৈরি। পাখি খুব খুশি মনে নিচে নেমে যায়। তারেক

মনে মনে ভাবে। পাখি তাকে অনেক ভালো মানুষ মনে করে ভরসা করে নিজের বোনকে নিয়ে এসেছে। এবং এও জানে যে, এখানে সে ভালো থাকবে, পাখির এই ধারণাটা তারেকের খুব ভালো লাগে। মানুষের প্রতি এই আস্থাটা থাকা খুব বেশি দরকারি। ভালো মানুষ হিসেবে মানুষের সাথে থাকতে পারাটাও কম নয়।

তারেক চিন্তা করে দুনিয়াটা আসলেই বড়ো কঠিন। এখানে মানুষের জীবন নানাভাবে অতিবাহিত হয়। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের গল্প তার দুনিয়ার রং ঢংয়ের সাথে রূপান্তরিত। যার যার অবস্থান থেকে সেই বুঝতে পারে তার নিজ জীবনের রূপ, নানা চিন্তাভাবনার পর তারেক তার নিজ কাজে মন দেয়।

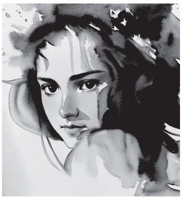

ঝুমুরকে ধরে নিয়ে বেলায়েত শপিং করতে যায়। ঝুমুর মারিয়ার বিষয়ে কিছু বলেনি। কিছু বলা উচিত হবে না। সময়মতো যা বলার বলবে। এখন বেলায়েতের যা মনে চায় করুক।

বেলায়েত তার পছন্দমতো শপিং করছে। সর্ব প্রথম বরের শেরওয়ানি, পায়জামা পাঞ্জাবি কিনে, তারপর ঝুমুরের জন্য পছন্দের লেহেঙ্গা, লেহেঙ্গার দাম রাখা হয়েছে ছাব্বিশ হাজার টাকা, ঝুমুরের মন ভালো না থাকলেও লেহেঙ্গাটা দেখে তার হাসি পায়, লেহেঙ্গা সে কখনো পড়েনি। এটা পরে সে দুই কদমও হাঁটতে পারবে না। কখনো পরাও হবে না। বেলায়েত বলল, বিয়ের দিন অবশ্যই তুমি এটা পরবা। এটা নিয়ে একটি পার্লারে চলে যাবা, ওরা মেচিং করে ভালো একটি মেকাপও দিয়ে দিবে, তখন তুমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারবা না। বেলায়েত সামান্য উচ্চ স্বরে হাসতে থাকে।

মুখ ফসকে বলে ফেলে তোমার চেয়ে বুড়া মহিলাকেও নতুন করে পেকেট করে চালিয়ে দিয়েছি। এই কথা বলে বেলায়েত সামান্য জোরে হাসতে শুরু করে। ঝুমুরের শরীর ঘিন ঘিন করতে শুরু করে। সে একটা শুয়রের সাথে শপিং মলে ঘুরছে। কিন্তু তার কিছু করার নেই। এই শয়তান হয়তো এমন কিছু প্ল্যান করে রেখেছে, ঝুমুরকেও সেদিন বিপদে ফেলবে। এদের কোনো বুক পিঠ নেই। মানুষ আর পশু এরা এসবের পার্থক্য বুঝে না। সবার সাথে একই আচরণ করে। বেলায়েত সম্পূর্ণ বিয়ের শপিং করে, বউয়ের জন্য কয়েক সেট শাড়ি গয়না এবং কসমেটিক কিছুই বাদ যায়নি। বেলায়েতের কাছে কত টাকা এটা মনে হয় বেলায়েত নিজেও জানে না। দু-হাত ভরে খরচ করছে, কন্যার জন্য শাড়ি কিনেছে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে। এভাবে প্রতিটা জিনিসই দাম দিয়ে কিনছে। এরা মনের খায়েশ মিটাতে যা ইচ্ছা তাই করতে প্রস্তুত। ঝুমুর বেলায়েতের সাথে হাঁটছে আর এসব নিয়ে

চিন্তা করছে, বেলায়েত যখন জানতে পারবে, মারিয়া নেই চলে গেছে তখন তার কেমন লাগবে। যেমনই লাগুক, দুনিয়া এত সহজ নয়, সব কিছু চাইলেই পাওয়া যায় না। কিছু কিছু জিনিস থাকে দুর্লভ। শপিং শেষ করে বেলায়েত গাড়ি নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ঝুমুরকে বলল, কনের শপিংগুলো আলাদা করে রাখা আছে, এসব তোমার হোটেলে রেখে যাব।

ঝুমুর বলল, বিয়ের দিনই তো দেয়া যায়, বেলায়েত বলল, না না, এসব নিয়ে বাসায় যাওয়া যাবে না, তুমি উল্টা আমার সংসারে আগুন লাগাবা। প্রত্যেকটা বিষয় আলাদা, বিয়ের পর বউ নিয়ে বাসায় যাব না। বউ তো থাকবে হোটেল রেডিসনে। তিন মাসের জন্য সব বুকিং করা আছে। আমি সহ সেখানে উপর মহলের কিছু মেহমানও থাকবে আর কমপ্লেক্সের কাজ শেষ হলে মারিয়া তো এগারো তালাতেই থাকবে। এগারো তালা শুধু মারিয়ার জন্য স্পেশাল, তোমাকে সব ডিজাইন দেখালাম।

ঝুমুর বেলায়েতের কথার উত্তরে কিছু বলেনি। শুধু চিন্তা করে এদের ফাঁদগুলো কতটা নিখুঁত হয়। কোনো সাধারণ মেয়ের পক্ষে কখনো বোঝা সম্ভব হবে না।

ঝুমুর বলল, তাহলে আপনার জিনিসপত্র রাখবেন কোথায়? বেলায়েত উত্তর দেয়। আমার কি ফ্ল্যাটের অভাব আছে যে কোনো একটাতে নিয়ে রেখে দেবো, ঝুমুর পেছনে তাকিয়ে দেখে পেছনের দু সিটের উপর কোনো জায়গা নেই। কেনা কাটা করে জ্যাম করে রেখেছে। কিনে কিনে ড্রাইভারের কাছে দিয়েছে ড্রাইভার সব এনে গাড়িতে রেখেছে। এই ড্রাইভার বেলায়েতের খুবই খাস লোক। বেলায়েতের যত অপকর্ম আছে এই ড্রাইভার হয়তো সবই জানে। না জানার কোনো কারণ থাকার কথা না। বরং এরাই সাহায্য করে। ড্রাইভার গাড়ি এনে হোটেলের সামনে রাখে। ঝুমুর হোটেলে আগের মতো বেচাকেনা নেই। চার পাশ বেড়া দেয়া হয়েছে। মানুষ এখন আর ভেতরে ঢুকে না। ড্রাইভার বেলায়েতকে বলল, উত্তর প্রজেক্টে ড্রেজার বন্ধ আছে, আইনের ঝামেলা করে পুলিশ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। সেখানে যাওয়া লাগবে, কাপড় চোপড় ভেতরেই থাকুক পরে নামিয়ে রাখব। বেলায়েত বলল, প্রজেক্টা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে, শালা একটা দেইড়া লোক। ড্রাইভার বলল, আগেই বলছিলাম শালা একটা কাঁটা, তখন সরাই দিলেই সহজ হতো এখন মানুষ অনেক কিছু জেনে গেছে, বেলায়েত চিন্তিত অবস্থায়

বলল, ওকে, আপাতত ঝুমুর বেগমের মাল সামান ভেতরে রেখে আয়। উত্তরের প্রজেক্ট বাদ যাবে না। এটাও দখলে আসবে। একটু সময় নিবে এই আরকি! ঝুমুর গাড়ি থেকে নামে, ড্রাইভার ঝুমুরকে বলল হাত লাগান একটু এইগুলো ধরেন। সামান্য তাড়াহুড়ার মাঝে পড়ে গেলাম। ড্রাইভার দ্রুত ঝুমুরের ব্যাগগুলো হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। ঝুমুর চিন্তা করছে এরা সব একই চক্রের মানুষ। সন্ধ্যার দিকে ঝুমুর হোটেলের সামনে ভেকু আর পাইলিং এর মাল সামান এসে থামে, নতুন দারোয়ান রাখা হয়েছে। দারোয়ান গেইট খুলে দিলে সব মেশিন আর যন্ত্রপাতি ভেতরে ঢুকে, ঝুমুর বুঝতে পারে দু-একদিনের মাঝে কাজ শুরু হবে। হোটেলের আয়ু এখানেই শেষ, ছোটো ঘরটি আলাদা কোনো কারণে এরা রেখে দিতে চাচ্ছে। ঝুমুর হোটেল ছোটো থেকে বড়ো হচ্ছে। এটাই তার নমুনা হিসেবে থাকবে। এই ঝুমুরের এখানে আর কিছু রইল না, এটা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। তার পরও বেলায়েত যতদিন এই হোটেল ভেঙে ঝুমুরকে এখান থেকে উঠে যেতে না বলবে ততদিন ঝুমুরকে এভাবে থাকতে হবে। কখনোই বেলায়েতকে বুঝতে দেয়া যাবে না, বেলায়েতের সকল কৌশল ঝুমুর ধরতে পারে।

ঝুমুর কমপ্লেক্সের এরিয়ায় পুরোদমে মাটি খনন আর পাইলিং এর কাজ চলছে। অনেক বড়ো কোম্পানিকে দেয়া হয়েছে। তিন শতের বেশি শ্রমিক এখানে দিনরাত কাজ করছে। কাজের গতি দেখে বোঝা যাচ্ছে খুব কম সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার টার্গেটে এরা নেমেছে। ঝুমুর হোটেল এখন শ্রমিকদের জন্য রান্না করছে। শ্রমিকদের থাকা খাওয়ার জায়গা হিসেবে পুরাতন ঘরটি কাজে লেগেছে। এইগুলো হলো প্ল্যান। পরিপূর্ণ মাস্টার প্ল্যান ছাড়া এমন নিখুঁতভাবে কাজ আগানো সম্ভব নয়।

সব কিছু এতো সুন্দরমতো মিল রেখে এগিয়ে যাচ্ছে যে ঝুমুরের চিন্তা করতেও কষ্ট হচ্ছে। মানুষের মাথায় এতো প্ল্যান, মানুষের সম্পদ এত সুন্দর করে দখলে নিয়ে এতো নির্ভেজালভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়ে যাচ্ছে। মানুষ কখনো চিন্তা করারও সুযোগ পাবে না। কার সম্পদ কীভাবে কাদের হাতে চলে গিয়ে ঝুমুর হোটেলের নামে মানুষের চোখে ধুলা দিয়ে এত বড়ো কর্মযজ্ঞ। চিন্তা করতে ঝুমুরের মাথা ধরে যাচ্ছে।

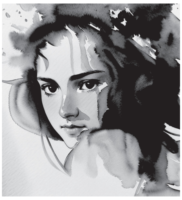

নতুন ফ্যাক্টরির কাজ তদারকি করার জন্য আনিস তারেকের পার্সোনাল রুমে এসে বসে। তারেক লেভেলের ডেলিভারি নিয়ে ব্যস্ত। আনিস বসে অপেক্ষা করছে। তারেক উপরে বলে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানের প্রধান বস এসেছে। তার খাতির যত্নের যেন ঘাটতি না হয়। মারিয়া আনিসের আপ্যায়নের কমতি রাখেনি। মিনিটে মিনিটে নানা রকম খাবার দাবার পরিবেশন করছে। আনিস বসে বসে আতিথেয়তা উপভোগ করছে। তারেক অল্প দিনে ব্যবসা বুঝে নিছে অবশ্যই উন্নতি করবে। নিচের কাজ গুছিয়ে তারেক দ্রুত উপরে আসে। আনিস খাবার নিয়ে ব্যস্ত।

তারেক প্রবেশ করলে আনিস জিজ্ঞেস করল কাজের কি অবস্থা? তারেক বলল, অনেক ভালো। এভাবে রানিং থাকলে ইনশাল্লাহ পেছনের দিকে তাকাতে হবে না। আনিস বলল, গুড এটাই ভালো লক্ষণ। তারেক আনিসের পাশে বসে। আনিস চারপাশ দেখে বলল, ভালোই গুছিয়েছিস।

তেমন আর কি! পাখির বোন আসছে, কি যেন বিপদে পড়েছিল তাই একটা কাজ দিয়েছিলাম। মেয়েটা খুব ভালো, সব সুন্দরমতো গোছগাছ করে রাখে। রুচিও উন্নত, আর রান্নার হাত তো অন্য লেভেলের। বিরিয়ানি রান্না করে অসাধারণ। হোটেলে চাকরি করত। আজ রান্না করতে বলেছি, তুই খেলে পাগল হয়ে যাবি। আনিস বলল, হ্যাঁ মেয়েটাকে দেখলাম ভালোই আন্তরিক। এসে বসা মাত্রই একটার পর একটা পরিবেশন করে যাচ্ছে। আমি আবার মনে করেছিলাম কোনো ভাবে ম্যানেজ করে নিলি কি না।

ওরে নাহ্ পাখির বোন কি আমাদের দূরের কেউ! অসহায় মেয়ে, একটু ভালোভাবে থাকবে এটাই তো সুন্দর।

সেটা তো তুই বলাতে বোঝতে পারলাম, আমার মতো যে কেউ প্রথম দেখলে উল্টা পাল্টাই মনে করবে।

আনিস তারেকের কাজে খুবই খুশি। সুতা এবং লেভেলের ফ্যাক্টরি

সমান ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, তারেকের ইচ্ছা আছে পরিশ্রম করছে, ব্যবসায় উন্নতি করতে তার খুব সময় লাগবে না। আনিসের এখন অনেক ব্যবসা, সে নিজের গার্মেন্টসগুলো নিয়ে চাপে আছে, লেভেল আর সুতার ব্যবসাটা তারেক দেখতে পারছে সেটাই অনেক ভালো খবর। দুনিয়ায় কেউ লাফ দিয়ে উঠতে পারে না। একজন অন্য জনের হাত ধরেই আগাতে হয়।

ফ্যাক্টরির কাজ আর প্ল্যান পরিদর্শন করে দুপুরের খাবারের সময় হয়, উপরে ডাইনিং রুমে সব সাজানো হয়েছে। পাখি আর তার বোন মিলে সমস্ত আয়োজন করেছে। সবই স্পেশাল ডিশ। তারেক আনিসকে নিয়ে খাবারের টেবিলে বসে। খাবারের প্রতিটা আইটেমের স্বাদ এবং ঘ্রাণ অসাধারণ। আসলেই মনে রাখার মতো স্বাদ। আনিসের ঈর্ষা হচ্ছে। তারেক তাহলে সব সময় চমৎকার রান্না খাচ্ছে। সবই কপাল। আনিস খুব সময় নিয়ে সবগুলো আইটেম টেস্ট করে। আনিস ভাবছে মেয়েটাকে ফ্যাক্টরিতে নয়, বাসায় নিয়ে যাওয়া উচিত।

আনিস বলল, চমৎকার ভাগ্য তোর। এমন অসাধারণ রান্নার হাত এই মেয়ের আর সে কি না প্রতি ওয়াক্ত তোকে রান্না করে খাওয়াচ্ছে।

মেয়েটার বিয়ে হয়েছে কি না খবর নে। পাখিকে আসতে বল। তারেক বলল, বাদদে, বিপদে পড়ে আসছে এই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। আমরা আমাদের লেভেলে থাকি। আনিস মাথা দুলিয়ে বলল, তা ঠিক, তবে এই মেয়ে শুধু তোর কাছে থাকবে এটা মানা যায় না। আমি ওর জন্য বাসায় আলাদা রুম ঠিক করে নেব। মাঝে মধ্যে ওর হাতের রান্না খেতে হবে।

তারেক হেসে বলল সেটা আরও ভালো হয়। মেয়েটার জন্য নিরাপদ হয়। আনিস বলল, এক কাজ কর। তুই বিয়ে কর, তোর বিয়ের পর আমি ওকে নিয়ে যাব তুই তোর বউ নিয়ে এখানে থাকবি।

তারেক বলল সেটাইতো হওয়ার কথা কিন্তু বিয়ে করতে গিয়েই তো কপাল আমাকে এখানে নিয়ে এলো। আনিস বলল, সেটা কেমন? সেটা একটি বড়ো ঘটনা। চাকরির নাই ঠিক ঠিকানা, এক মাস বেতন পেলে তিন মাস পাই না। নিজে চলি ধার দেনা করে। এই অবস্থায় বাবা জোর করে বিয়ে দিবে। ঘরে রান্না করার লোক নেই, মা থাকে অসুস্থ এক বেলা রান্না

হয় তো অন্য বেলা হাওয়া খেতে হয়। এই হলো বাড়ির অবস্থা। কি আর করা। বউয়ের খরচ বাবা যোগাড় করবে, সে চুক্তিতে বাবার পছন্দের এক মেয়েকে গেলাম বিয়ে করতে, বাবার পছন্দের মেয়ে আমি শুধু কবুল পড়ব। বয়স হয়েছে, আর দেরি করলে হয়তো সে মেয়েও কপালে জুটবে না। নিরুপায় হয়ে গেলাম বিয়ে করতে। ওরে মেয়ের গ্রামের মানুষ কি যে ঝগড়াটে, কথায় কথায় ঝগড়া লাগে মারতে আসে। সেই গ্রামে এটাই নাকি নিয়ম এরা নাকি এমনই। কি যে বিপদে পড়লাম ভাই। যদি বলি বিয়ে করব না চলে আসব তাহলে সবাইকে বেঁধে পিটাবে। এদের কিছুই বলা যায় না, আজব সব লোক। সামান্য পান বাতাসা কেনা হয়নি, তার জন্য ঘটককে মেরে আধমরা করেছে। পরে ঘটক গিয়ে পান বাতাসা এনেছে। এটাতো প্রথম সূত্রপাত, তার পর শুরু হয় শীতল পাটি নিয়ে, শীতল পাটি ছোটো হয়েছে তার জন্য আমার দুলাভাইকে রান্না ঘরে নিয়ে বেঁধেছে।

কেন, দুলাভাইকে বাঁধল কেন?

দুলাভাই বলেছিল এর চেয়ে বড়ো পাটি বাজারে নেই।

আনিস হাসতে শুরু করে, বেটা তুই আমাকে দাওয়াত করলে তো আমিও যেতাম। দাওয়াত করিনি, যাসনি ভালো হইছে, এতদিনে হাত পা ভাঙা থাকত আর আমারও এখানে আসা হতো না। শেষে কি হলো?

সিদ্ধান্ত নিলাম এদের শিক্ষা দেয়া উচিত। কবুল পড়ে পালিয়ে চলে এলাম। কেউ দেখেনি। কয়েকবার হাতাহাতি মারামারি হয়েছে। নিশ্চয়ই সবাই মনে করবে মেয়ে পক্ষ আমাকে গুম করেছে। বাবা সে মোতাবেক মামলা করবে। মামলা চলবে। দুই পক্ষ হয়রান হবে। ঐ গ্রামের সবাই আসামি হবে। রাতে গ্রামে থাকতে পারবে না। পুলিশ হয়রানি করবে। বাবারও শিক্ষা হবে। কথায় কথায় বিয়ের কথা আর বলবে না। প্রয়োজনে হোটেল থেকে কিনে এনে খাবার খাবে। শিক্ষাটা দারুণ হলো না!

সেটা দারুণ হয়েছে। কিন্তু একটা মেয়েকে কবুল বলে ভেগে চলে আসলি তার কোনো খবর নিলি না? নাহ্ মন চায়নি। ওরা জীবনটা তেজপাতা বানায়া দিত, মেয়ে কি ভালো হবে? এমন ঝগড়াটেই তো হবে।

আনিস বলল, তার উল্টাওতো হতে পারে। চিন্তা কর বিয়ের পর মানুষের রিজিক বদল হয়, তুই বিয়ে করলি, ভাগলি, এখানে এলি, ব্যবসা শুরু করলি, এখন ভালো আছিস, উপলক্ষ কে? তারেক চিন্তিত, আনিস

বলল, সে মেয়েটা তোর জন্য ভাগ্যের ঢেঁকি। মেয়েটাই তোর জীবন পাল্টে দিয়েছে।

তারেক বলল, এমনভাবে চিন্তা করি নাই– রাগ উঠেছিল। এখন রাগ কমা। যাদের শিক্ষা পাওয়ার শিক্ষা পেয়েছে। তোর উচিত মেয়েটার খবর নেয়া, মেয়েটাকে স্যরি বলা। তারেক বলল, অবশ্যই খবর নেব, আজই খবর নেব।

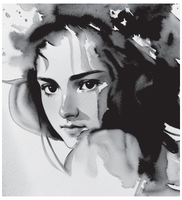

তারেক বিয়ের আসর থেকে পালানোর পর প্রথম বার তার চাচাতো ভাই তপনকে ফোন দেয়। তপন তারেকের কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারে।

তপন বলল, তারেক ভাই, তুমি বাইচা আছ? আমরা তোমার জন্য কত টেনশন করছি। কই আছ তুমি বাড়িতে আস না কেন?

বাড়ির কি অবস্থা বল।

এমনিতে সব ঠিকঠাক তোমার নিখোঁজ হওয়ার পর অনেক ঝামেলা হইছিল।

এখন ঠিক হইলো কেমন করে। আরে ভাই, কঠিন অবস্থা তৈরি হইছিল দুই পক্ষের দুইটা গুমের মামলা। দুইটা থানায় মানুষের দৌড় ঝাঁপ।

দুইটা মামলা মানে?

ওরা তো ওদের মেয়েকে গুম করে পাল্টা মামলা দিছে। ঐ গ্রামের অনেকে বলছে মেয়েটা বাড়িতে ছিল পরের দিন সরাই দিয়ে পাল্টা মামলা দিছে, কি যে একটা ঝামেলা গেল। আমরা কেউ রাতে বাড়িতে থাকি নাই, রাত হলেই কে যেন ফোন দিয়ে বলত পুলিশ আসছে গুমের মামলার আসামি ধরবে। যাকে পায় তাকেই নাকি ধরবে। দুই গ্রামের মানুষই এভাবে দৌড়ের উপর থেকেছে।

দৌড়টা থামল কেন?

আরে ভাই তোমরা যে বাইচা আছ এটা তো আমরা জানতাম না। মাঝখানে সেই এলাকার চেয়ারম্যান সবটা সামাল দিছে, সে মামলা স্থগিত রেখে দুই পক্ষে সূক্ষ্ম তদন্ত চালাতে পুলিশকে অনুরোধ করে। মাঝখানে সে ইচ্ছা করে ঐ গ্রামের লোকজনদের ফোন দিয়ে পুলিশের ভয় দেখিয়ে গ্রামছাড়া করে রেখেছে।

পুলিশ পরে তদন্ত রিপোর্ট দিয়ে বলেছে দেশের কোথাও এমন কোনো অপমৃত্যু কিংবা ঐ ডেটের আশেপাশে দুই এলাকায় কারো লাশ পাওয়া

যায়নি। ফোন ট্রেকিং কিংবা কোনো আলামতেই এমন কোনো রেজাল্ট আসেনি যার জন্য মামলা চালু করা যায়। সব দিক বিবেচনা করে এরা সিদ্ধান্ত দিয়েছে ছেলে এবং মেয়ে যুক্তি করেই দূরে সরে গেছে।

কারণ হলো বিয়ের সময় গোলমালগুলো পাত্রপাত্রীদের পক্ষে চরম অপমানজনক, যারা বিয়ে করছে তাদের এক সাথে থাকা লাগবে। আর যারা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মারধর করে তাদের মনে এই চিন্তা নেই যে, ছেলে মেয়েগুলোকে একসাথে সংসার করতে হবে। পুলিশ সবকিছুর জন্য ওদের সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছে।

সবশেষে সমাধানটা হলো কি করে? তপন বলল, পুলিশ বলেছে, ছেলে মেয়ে বেঁচে আছে, হয়তো তারা এক সাথেই আছে, তাদের রাগ কমলে একদিন নিজেরাই ফিরে আসবে। আর পুলিশ কোনো সন্ধান পেলে যার যার পরিবারে জানিয়ে দিবে।

আর সেই সমাজে সব ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে।

কোনো অনুষ্ঠান করতে হলে ইউনিয়ন পরিষদের সামনে করতে হবে। থানা এবং চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে, এর বাইরে যদি আবার অনুষ্ঠান করে কোনো ঝগড়া করে তাহলে দুই কোটি টাকা জরিমানা দিতে হবে। সেই গ্রামের সবার কাছ থেকে এমন মুচলেকা নামায় স্বাক্ষর নিয়ে রাখা হয়েছে। এই বিচারটা খুব ভালো হয়েছে শালারা জন্মের উচ্ছৃঙ্খল।

তপনের কথা শুনে তারেক কিছুটা খুশি হয়। শালারা তাহলে ভালোই হয়রানি হয়েছে। বিচারটাও জটিল হয়েছে। এতো খারাপ সমাজ ব্যবস্থা জীবনে দেখিনি।

ঠিক আছে তপন ভালো থাক। দেখি বাড়িতে আসব একদিন। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।

আস আর না আস চাচা চাচিকে একটা ফোন দিয়ো, বহু মানুষ বলছে যে তারেকের সাথে কথা হইছে তারেক ভালো আছে। তারা কারো কথাই বিশ্বাস করে না। আমি বললেও বিশ্বাস করবে না। মনে করবে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলছি।

তারেক বলল, বিয়ে করানোর শখ তাহলে মিটেছে। শখ করে আর ছেলেকে বিয়ে করানোর নাম নিবে না। ওকে ভালো থাক। আব্বা আম্মাকেও ফোন দেব। তারেক ফোন রাখে। মনে মনে বলে দারুণ একটা শিক্ষা পেয়েছে।

বেলায়েত সেজেগুজে বসে আছে, এখনো পাত্রী আসছে না। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ঝুমুর হোটেলের গেইটে বসে আছে ঝুমুর বলল পাত্রী পার্লারে গেছে, পার্লার থেকে এখানেই আসবে। দিন গিয়ে রাত হলে বেলায়েত খুব রাগ হয়। দুপুরে বিয়ে হবার কথা, বিয়ে শেষ করে ঝুমুর কমপ্লেক্সে অন্য অনুষ্ঠান হবে এখন সেখানে থাকার কথা বিয়েটার জন্য সবই এলোমেলো হয়ে গেল। এতক্ষণে ঝুমুর আর তার বোনের মেয়ে মারিয়া রেডিসনে থাকত, বাকি সব বেলায়েতের প্ল্যান মতোই হতো। ঝুমুরকে দেখেই বেলায়েতের মেজাজ চরমে উঠে যায়, তার লেহেঙ্গা কই, সাজ কই? কিছুইতো দেখি ঠিক নাই। একটু পরই এখানে মানুষজন আসা শুরু করবে। প্রকৃত প্ল্যানটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সবই ঠিক ছিল এই শেষ বেলায় গোলমালটা হলো কেন? বেলায়েত তো কোথাও আয়োজনের ত্রুটি করেনি। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? ঝুমুর বলল, রুপালি বিউটি পার্লারে গিয়ে সাজার কথা আমিতো সব রেডি করে রেখেছি। মেয়েটা আসলেই জায়গামতো চলে যেতাম।

বেলায়েত দেরি না করে দ্রুত রুপালি বিউটি পার্লারে যায়। সেখানে আজ বাইরের কেউ সাজতে আসেনি। পার্লারের মালিকের মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিজেরাই সাজুগুজু করছে। বেলায়েত চিন্তা করছে কাজটা কি হলো? বেলায়েতের ফোনে কল আসে এসপি সাহেব প্রজেক্টে ঢুকেছেন। সর্বনাশ! এসপি সাহেব তো ঠিক সময়েই এসেছে। সমস্যা হয়েছে তো বেলায়েতের নিজের। সে ঝুমুরের উপর ভরসায় না থেকে আরও আগে থেকেই যদি সব কিছুর তদারকি করত তাহলেই সমস্যাটা হতো না। শালার বোঝার উপায় কি! বেলায়েতের কোনো প্ল্যান নষ্ট হয়েছে এমন রেকর্ড তো নেই।

ঝুমুর কমপ্লেক্সের প্রকৃত মালিক এসেছে। এসপি জাসুদসহ পুলিশের একটি কলেবর আর মালিক পক্ষ কালো কালো গাড়ি থেকে নেমে কমপ্লেক্সের ভেতর প্রবেশ করে। ভেতরে ঝুমুরও ছিল, সেও সবার সাথে এগিয়ে যায়। খুবই গোপনীয় আর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সবাই এসেছে, এটা অনুমান করা যাচ্ছে, একজন পুলিশ ঝুমুরকে দেখিয়ে বলল, উনি কে?পাশ থেকে কেউ একজন বলল, আমাদের কেটারিং স্টাফ। ঝুমুর এই অনুষ্ঠানের সবার সাথে শামিল হতে পারল। মূল অনুষ্ঠান হলো কাজের উদ্বোধন। মালিক পক্ষ আর ডেভোলপার প্রতিষ্ঠান মিলে কাজের উদ্বোধন করবে।

মূল মালিক একজন রূপসী তরুণী। তিনিই এই প্রপার্টির মালিক। ওনার সাথে ডেভোলপার কোম্পানির চুক্তি মোতাবেগ কমপ্লেক্সের প্রকৃত ডিজাইন অনুযায়ী কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। মজার বিষয় হলো সেই তরুণীর নাম ঝুমুর। নাম নকশা প্ল্যান সবই ঠিক আছে। শুধু চরিত্রগুলো সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়েছে। ঝুমুর হলো এসপি জাসুদের আপন ছোটো শালিকা তার নামেই এই কোটি টাকার প্রজেক্ট চালু হয়ে গেল।

ঝুমুর বেগম তার ছোট্ট সেই হোটেল ঘরটির দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস নিল। ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখল এখানে বেলায়েত নেই। তার থাকার কথা না। ঝুমুর মনে মনে বেলায়েতকে গালি দিয়ে বলল, বেলায়েত তুই একটা বেজন্মা।

ঝুমুর হোটেলের সেই সাইন বোর্ড এখনো জ্বলছে। পাশে মাছ মুরগির ছবিগুলোও দেখা যাচ্ছে। ঝুমুর তার হোটেল ছেড়ে বাসার দিকে হাঁটা দেয়।

পাখি গাজিপুর এসেছিল। লরিতে সুতা লোড হতে হতে একবার চিন্তা করে খালার সাথে দেখা করলে খারাপ হয় না। মারিয়া সম্পর্কে ভালো করে জানা উচিত। মেয়েটা ভালো আছে সেই খবরও দেয়া উচিত।

ঝুমুর পাখির সাথে মারিয়া ও তার সাথে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাই বলে। পাখি বেলায়েতের উপর খুব ক্ষিপ্ত হয়, এরা আসলেই বেজন্মা, এরা দালালি করে মানুষকে সর্বস্বান্ত করে। এদের মতো মানুষ দুনিয়া থেকে যত পরিষ্কার হবে দুনিয়া তত পাপ মুক্ত হবে।

পাখি বলল, টেনশন কর না খালা। ব্যাপারটা আমি দেখব, বেলায়েতের চেয়ে কত বড়ো বড়ো হেডম দুনিয়ায় শ্বাস নেয়ার সময় পায় না। চিত হয়ে পড়ে থাকে। তুমি কোনো চিন্তাই কইরো না। মানুষ খাওয়ার হাজারটা পদ্ধতি আমার জানা আছে, কাকে কীভাবে হজম করতে হয় এই তোমার পাইক্কা সব জানে।

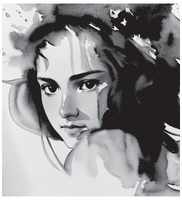

বেলায়েত সহ্য করতে না পেরে, সোজা ঝুমুরের বাসায় চলে আসে, বেলায়েতের সাথে তার ড্রাইভারও আসে, বেলায়েতকে দেখে বোঝা যাচ্ছে সে খুব বেশি মদ খেয়েছে চোখ কট কটে লাল হয়ে আছে।

কোমরে পিস্তল গুঁজা, পিস্তলের বাট অর্ধেক বেরিয়ে আছে। পাখি বেলায়েতকে দেখে সব অনুমান করতে পারে।

বেলায়েত ঘরের মধ্যে ঢুকেই ঝুমুরের চুল ধরে হ্যাঁচকা টানে মাটিতে ফেলে দেয়। ভয়ে ঝুমুরের ছেলেরা পাখির হাত ধরে পাখির পেছনে লুকানোর চেষ্টা করে। জুমুর মাটিতে পড়ে চুপ করে শুয়ে আছে। পাখি বেলায়েতের হাত ধরে বলল, বড়ো ভাই, বড়ো ভাই, আপনার ব্যাপারটা নিয়েই আমরা বসছি, একটু ধৈর্য ধরেন সব ব্যবস্থা হবে।

বেলায়েত বলল, তুই কে?

ভাই, আমি এক নাদান, ঝুমুরের দেয়া অন্য পাখি খেয়ে বড়ো হওয়া নাদান।

ওহ্ এর জন্যই তোকে চেনা চেনা লাগে। ভাই আপনে বসেন, আমার কথা শুনেন। কথা শুনার আমার টাইম নাই। আমি সব কিছু রেডি করে রাখছি। লাখ লাখ টাকা আমার খরচ আর এই শুয়রের বাচ্চারা আমার সাথে নাটক করে, সব কটার লাশ পড়বে আজ।

বেলায়েত কোমর থেকে পিস্তল বের করে হাতে নেয়।

পাখি বলল, ভাই এটার দরকার হবে না। এরা ভয় পেয়ে জ্ঞান হারালে উল্টা আপনারই দেরি হবে। মেয়েটা আছে আমি সব দেখতেছি। ঝুমুর মাথা তুলে পাখির দিকে তাকায়। পাখি আবার বলল, হ্যাঁ আমি সব দেখতাছি।

ঝুমুর মাথা নিচু করে আবার শুয়ে পড়ে।

পাখি বলল, মেয়েটাকে আনানোর ব্যবস্থা হচ্ছে, আপনি শান্ত হোন। বেলায়েত বলল, আমি একটাকেও ছাড়ব না। সব কটাকে তুলে নিয়ে যাব।

বেলায়েত এক হাতে ঝুমুরের ছোটো ছেলেটাকে টান দিয়ে কাছে আনে।

পাখি বলল, আপনি তুলি নিতে চান নিয়ে যান। কারো গায়ে হাত দেয়ার দরকার নাই। আপনার যাকে দরকার তাকে আমি আনানোর ব্যবস্থা করছি।

বেলায়েত বলল, আমি কিছু বিশ্বাস করি না।

আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে না। আপনি ওনার দুই ছেলেকে নিয়ে আটক করে রাখেন ঝুমুর খালা আপনার মেয়ে এনে দিয়ে ছেলেদের ছাড়িয়ে নিবে।

ঝুমুর এবং বেলায়েত এক সাথে পাখির দিকে তাকিয়ে আছে।

পাখি বলল, মানুষ জানাজানির কোনো দরকার নাই। যা হয়েছে অনেক হয়েছে। আপনার সাথে যারা আছে তাদেরকে দিয়ে এই দুই ছেলেকে পাঠিয়ে দিন তারা নিয়ে আটক করে রাখুক।

মেয়েটা ত্রিশালে আছে। তার এক বান্ধবী থাকে ত্রিশালে পার্লারে না গিয়ে সেখানে চলে গেছে।

আপনি গাড়ি চালাতে পারেন? বেলায়েত বলল বলদ নাকি? কাকে কি বলিস আমি পারি না এমন কাজ দুনিয়ায় নাই।

তাহলে তো খারাপ হয় না। এখনই ঝুমুর খালাকে নিয়ে রওয়ানা দেন। মেয়েটা আজ রাত সেখানে থাকবে। কাল সকালে আবার অন্য দিকে চলে গেলে খুঁজে বের করা কঠিন হবে।

বেলায়েত মনে মনে বলল, আমার হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া এত সোজা না। ঝুমুর বেগম অনেক হয়েছে। এখন চল। বেলায়েত তার ড্রাইভারকে বলল, তোরা চলে যা ভাঙা প্রজেক্টে থাকিস আমি মাগীটাকে নিয়ে আসতেছি। আর ছেলে দুটাকে ফেলে যা এত কেচাল ভালো লাগে না। ঝুমুর বেগম তো সাথেই যাচ্ছে ঐটাকে না পেলে এই বুড়িটাকেই নিয়ে আসব।

পাখি বলল, এক মিনিট, ঠিকানাটা নিয়ে যান। ঠিকানামতো পৌঁছে খালাকে বলবেন ডাক দিতে। তখন সে নিজ থেকেই বেরিয়ে আসবে।

বেলায়েত ঝুমুরের হাত ধরে টেনে বলে চল চল বহুত দেরি হয়ে গেছে। বেলায়েতের সাথের লোকজন ভাঙা প্রজেক্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।

বেলায়েত ঝুমুর বেগমকে গাড়িতে নিয়ে বসায়।

পাখি বলল, পেছনে দেন ভাই পেছনের সিটে দেন। বমি করে গা ময়লা করবে। তাদের আবার বমির রোগ আছে।

বেলায়েত বলল খাটাইস্যা রোগ যাও পেছনে গিয়ে বসো,–

পাখি বলল, খালা তুমি ঝিম দিয়ে থাইকো। চোখ বন্ধ করে রাইখো ডানে বামে তাকানোর দরকার নাই। চোখ খোলা থাকলেই বেশি বমি হয়। আর নেও আমার এই ফোনটা তোমার হাতে রাখ সেখানে গিয়ে মারিয়াকে না পেলে একটা ফোন দিয়ো। বেলায়েত হাসি দিয়ে বলল, তোমার আজ রেহাই নাই ঝুমুর বেগম, আমার লাখ লাখ টাকা খরচ।

বেলায়েত শোঁ করে গাড়ি স্টার্ট দেয়। পাখি খালার চোখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল ঝিম,–

ঝুমুর বেগম চোখ বন্ধ করে পেছনের সিটে হেলান দিয়ে ঝিম দেয়ার চেষ্টা করে।

পাখি তারেককে ফোন দিয়ে বলল, বস গাড়ি লোড হতে দেরি হচ্ছে এই রাতে আর রওয়ানা দেব না, একটা ঘুম দিয়ে একেবারে সকালে গাড়ি টান দেব।

তারেক বলল, ওকে, পাখি, আগে শরীর পরে কাজ। তুমি যেভাবে ভালো মনে কর সেভাবেই আস।

খালার হাতে পাখির ফোনে লোকেশন ট্রেকিং অ্যাপসটি অন করা আছে, পাখি তার অন্য ফোন থেকে সবই দেখতে পাচ্ছে। পাখি এখন একটি দেড় টনের পিকাপ চালাচ্ছে। বেলায়েতের গাড়ি যেখানে আছে তাকে ধরতে বিশ মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা না। শালা মাতাল অবস্থায় আছে। টানও ভালো দেখাচ্ছে। যাই হোক পাখির এসব পানি ভাত। মানুষ খেয়ে হজম করার হাজারটা পদ্ধতি পাখির জানা আছে। বেলায়েত পাপী বান্দা না হলে সব কিছু এমন টাইয়ে টাইয়ে মিলত না।

মাতাল মানুষ খেয়ে হজম করা সবচেয়ে বেশি সহজ।

পাখি তার ক্যালকুলেশন ঠিক রেখেছে। বেলায়েতের দেড় কোটি টাকা দিয়ে কেনা নতুন গাড়ির সামনের অংশ থেঁতলে দিয়েছে। গাড়ির চেয়ে বড়ো বিষয় হলো বেলায়েত হজম হয়ে গিয়েছে। যেভাবে চাপা পড়েছে মিনিট দুয়েকের বেশি টিকবে না। রাস্তা ফাঁকা, দু একটা গাড়ি শা করে পার হয়ে গিয়েছে, কোনো গাড়ি থামার আগে পাখিকে সরে যেতে হবে। পাখি তার পিকাপ পেছনের দিকে সরিয়ে আনে। সে নিজেও পায়ে শক্ত ব্যথা পেয়েছে। যে করেই হোক খালা থেকে ফোনটা আনা জরুরি পাখি গ্লাস ভেঙে খালার

হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নেয়, খালা বিড়বিড় করে বলল, বেলায়েত বেজন্মা মেয়েটা অসহায় তার স্বামী জীবিত আছে। পাখি বলল, বেলায়েত হজম হয়েছে। আমি পাখি, চিন্তা কইরো না। তুমি বেঁচে আছ। তোমার কিছু হবে না।

পাখি খুব দ্রুত পিকাপ নিয়ে উল্টা পথ ধরে গাজিপুরের উদ্দেশ্যে ফিরে।

সকাল দশটায় পাখি তার বসকে ফোন দিয়ে বলে বস আমাদের খালা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। মারিয়াকে দেখতে চাচ্ছে আমি লরি টানতেছি দয়া করে মারিয়াকে দ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তারেক বলল মেয়ে মানুষ একা পাঠানো ঠিক হবে না। তোমার বোন তো আমাদের পর না। আমি নিজেই নিয়ে আসছি।

ঝুমুরের ভাগ্য ভালো, এত বড়ো অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তার কিছুই হলো না। চালক স্পট ডেথ। পুলিশ লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। আর ঝুমুরকে তার হোটেলের সামনে এনে ছেড়ে যায়। ময়না তদন্তের পর ঝুমুরকে ময়মনসিংহ হাসপাতালে যোগাযোগ করতে বলে, তখন তারা লাশ হস্তান্তর করবে। ঝুমুর হোটেলে না গিয়ে বাসায় চলে আসে।

তারেক মারিয়াকে বলল তোমার তো দেখি ঝামেলার শেষ নেই। কি বলব স্যার, ঝামেলা কি জিনিস সেটাতো বুঝতাম না। যেদিন ঘর থেকে বের হলাম, সেদিন থেকেই বুঝলাম। মেয়ে মানুষের সাথে ঝামেলারা কেমন করে লেগে থাকে। একটি ঘরের মেয়ে আর একটি ঘর থেকে পালিয়ে বেড়ানো মেয়ের জীবন কখনো এক রকম হয় না। আমি আমার জীবন থেকে সবটাই দেখতে পেয়েছি। তারেক বলল, ঘর ছাড়লা কেন? বাড়ি কোথায় তোমার? পাখি যে তোমার ভাই হয় না এটা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম।

মারিয়া বলল, বিয়ের পর বাড়ি ছেড়ে চলে আসা মানুষ আমি। কপাল গুণে ঝুমুর খালার কাছে আশ্রয় পাই। আমার গ্রামের বাড়ি চুন্ডা থানায় বায়রা গ্রামে। তারেকের কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। সে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। কি করা উচিত কিংবা কি বলা উচিত। সে ভাষা তারেক হারিয়ে ফেলেছে। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার জন্যে তারেক চেয়ারে গিয়ে বসে। মনে মনে ভাবে, তাহলে এটাই প্রকৃতির খেলা।

বেলায়েত রোড অ্যাক্সিডেন্টে মরার বিশ দিন পর এক লোক ঝুমুরকে খুঁজে ঝুমুরের বাসায় আসে। লোকের কাছে দশ লাখ টাকা। টাকা গুলো

ফেরত দিতে এসেছে। সে ঝুমুরকে বলল, সে একজন পেশাদার খুনি, বেলায়েত নামের এই এলাকার এক কমিশনার তাকে টাকাটা দিয়েছিল, দিয়ে বলেছিল, এটা ঝুমুর হোটেলের মালিকের ডিল, দশ এডভান্স, কাজের পর দশ। কাজটা ছিল হোটেল রেডিসনে এক নতুন বউ আর বউয়ের খালাকে মাইনাস করতে হবে। টাকা পাইছি, কিন্তু পরবর্তী কোনো ইনফরমেশন পাইনি। কাজ না করে টাকা রাখা আমার নিয়মে নেই। হোটেলের যে রুমের কথা বলছিল সে রুমেও কাউকে পাইনি। পরে শুনলাম বেলায়েত নিজেই মাইনাস। তার সাথের জন যিনি বেঁচে আছে তার নাম ঝুমুর। ঝুমুর হোটেলের প্রকৃত মালিক। আপনাদের সাথে কি যেন হোটেলের কাগজপত্র নিয়ে ঝামেলা চলছিল। ঝামেলা কি মিটেছে? ঝুমুর বলল, সব ঝামেলা বেলায়েত পরপারে নিয়ে গেছে। লোকটি আফসোস করে বলল, আহারে মানুষের জীবন।